গাজায় হামলা বন্ধে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে চড়াও জার্মান পুলিশ

সারে-জমিন

মোদি ‘হারাতঙ্ক’ রোগে ভুগছেন: তৃণমূল সুপ্রিমো

রূপসী বাংলা

গাজায় মানবতার মৃত্যু আর কতদিন

সম্পাদকীয়

ইট ভাটায় ঢুকে শ্রমিকদের মারধর বিজেপি প্রধানের!

সাধারণ

১০ বছর পর ফের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৭ মে, ২০২৪
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 143 ■ Daily APONZONE ■ 27 May 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

এই প্রথম ভারতীয় হজযাত্রীরা দ্রুতগামী ট্রেনে ‘জেদ্দা টু মক্কা’

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা পর্যন্ত হাইস্পিড ট্রেনে যাচ্ছেন ভারতীয় হাজিরা

ঐতিহ্যগতভাবে জেদ্দা বিমানবন্দরে আসা সকল হাজি সৌদি কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত বাসে করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে এ বছর সংশ্লিষ্ট সৌদি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ভারতীয় হাজিদের কয়েকজনের জন্য জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা পর্যন্ত হাইস্পিড হারমাইন ট্রেনে চড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রায় ৩২ হাজার হাজি এই বিশেষ সেবা ব্যবহার করতে পারবেন।

এটি তাদের যাত্রা খুব আরামদায়ক করবে এবং জেদ্দা থেকে মক্কা ভ্রমণের সময় অর্ধেকে নেমে আসবে। ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার। ধারণা করা হচ্ছে, এ বছর প্রায় ৩২ হাজার ভারতীয় হজযাত্রী এই বিশেষ সেবা ব্যবহার করবেন।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ড. সুহেল আজাজ খান এবং কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ শহীদ আলম ২৬ মে ভারতীয় হাজিদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কায় নিয়ে যান। তাদের সঙ্গে ছিলেন সৌদি

আরব রেলওয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আল হারবিসহ হজ ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা। মুম্বাই থেকে সৌদি এয়ারের একটি ফ্লাইটে হাজিরা এসেছিলেন।

এ বছর ভারত থেকে ১ লাখ ৭৫ হাজার হাজি হজ পালন করবেন। এর মধ্যে ১৪ লাখ আসছে ভারতের হজ কমিটির মাধ্যমে।

সৌদি আরবে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ড. সুহেল আজাজ খান বলেন, ‘এটি কেবল ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্যই প্রথম নয়, জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি মক্কায় ট্রেনে হাজিদের পরিবহনের ক্ষেত্রে সৌদি কর্তৃপক্ষের জন্য একটি উদ্বোধনী অভিজ্ঞতা। জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে ট্রেনে করে হাজিদের সরাসরি মক্কায় নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। প্রতি বছর হজ কর্তৃপক্ষ হজযাত্রাকে আরও আরামদায়ক ও ঝামেলামুক্ত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কন্ট্রোল রুমে নজর ২৪ ঘণ্টা, সতর্ক জেলা প্রশাসন

রিমালের গতিপথ বদলে বাংলাদেশের অভিমুখে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তীব্র ঘূর্ণিঝড় রিমাল-এর সাইক্লোন সেন্টারের আবর্তের বর্তমান গতি ১০০ থেকে ১১০ কিমি। সর্বোচ্চ ১২০ কিমি। উত্তর অভিমুখে গত ৬ ঘন্টায় ১৩ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে এগিয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগর উপকূলের দিকে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান। বাংলাদেশের মোংলা থেকে সরাসরি ২২০ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থান তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের। বাংলাদেশের খেপুপাড়া থেকে ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সাগরদ্বীপ থেকে ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে ১৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঘূর্ণিঝড় রিমাল উপকূলে আঘাত করেছে। ঘূর্ণিঝড়টি প্রায় উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত হয়ে প্রতিবেশী দেশের মোংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগর দ্বীপ এবং খেপুপাড়ার মধ্যবর্তী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অতিক্রম করতে পারে। রবিবার মধ্যরাত নাগাদ একটি তীব্র ঘূর্ণিঝড় এবং বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১১০-১২০ কিলোমিটার থেকে ১৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকে। আইএমডি-র পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক প্রধান সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যা থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, যার প্রভাব পড়বে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব

মেদিনীপুরে। সোমনাথ দত্ত সাংবাদিকদের বলেন, “এটি ধীরে ধীরে বাতাসের গতিবেগ বাড়িয়ে ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে পৌঁছাবে।

তবে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, রাত আটটার দিকে ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্র মোংলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ উপকূল ও বাংলাদেশের খেপুপাড়া উপকূল অতিক্রম শুরু করেছে। ঘূর্ণিঝড়টির বিস্তৃতি প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। এর অগ্রভাগ সন্ধ্যা ছয়টার দিকেই খুলনা উপকূলের কাছে সুন্দরবনের দিকে প্রবেশ করে। এর প্রভাবে উপকূলে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত। ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। আশি থেকে নব্বই কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস সঙ্গে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ঝড় বৃষ্টি হবে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম জেলাতেও। সোমবার বিকেলের পর আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে কলকাতাতে। ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদাতে সোমবার বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি।

সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম রূপেই উত্তরমুখী এগোচ্ছে। এই মুহূর্তে সমুদ্রে তার নিজস্ব গতিবেগ ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়।

বাংলাদেশের মংলা তে ল্যান্ডফল ঘূর্ণিঝড় রিমালের। ভারতের মৌসম ভবন জানিয়ে দিল বাংলাদেশের মোংলার কাছাকাছি রবিবার মাঝরাতে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়। মংলা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এর ল্যান্ডফলের প্রবল সম্ভাবনা। সেই সময় তার গতিবেগ থাকবে ১১০ থেকে ১২০ সর্বোচ্চ ১৩৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। তীব্র ঘূর্ণিঝড় উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। সরাসরি উত্তর অভিমুখে এসে সাগরদ্বীপ ও বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মাঝে সুন্দরবন এলাকায় স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। আরো নির্দিষ্ট করে বাংলাদেশের মোংলা এলাকায় এর স্থলভাগে প্রবেশের পথ। মোংলা উপকূলের দক্ষিণ দিক দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। রবিবার মাঝরাতে ল্যান্ডফলের সময় এর গতিবেগ থাকবে ১৩৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত দুর্যোগ থাকবে। রবিবার বিকেল পাঁচটার পর থেকে মূলত রিমালের এর প্রভাব সরাসরি পড়তে শুরু হয় বাংলায়।

রিমাল: হেল্পলাইন নম্বর

কলকাতা- ৯৪৩২৬১০৪২৮, ৯৪৩২৬ ১০৪২৯
দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ১৮০০৫৩২৫৩২৮
হাওড়া - ৬২৯২২৩২৮৭০
উত্তর ২৪ পরগনা ৯০৭৩৯৪০০৫৮, ৯০৭৩৯৩৬৩২৩, ৯০৭৩৯৪০০৩৯
হুগলি - ৮১০০ ১০৬ ০৪১
পূর্ব মেদিনীপুর - ৯০৭৩৯ ৩৯৮০৪
নদিয়া - ০৩৪৭২-২৫২১০৬, ৭৫৪৮৯৭৫৩০৩
মালদা - ০৩৫১২ ২৫২০৫৮, ০৩৫১২ ২৫৩ ০৫৬

বাংলার মাথা হেঁট করে দিয়েছে বিজেপি: অভিষেক

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: “যারা সন্দেশখালিতে মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত করে দেশের সামনে বাংলার মাথা হেঁট করে দিয়েছে, সেই বিজেপিকে গণতান্ত্রিকভাবে এমন জবাব দিতে হবে, যাতে আগামী কয়েক দশক তারা বসিরহাটের পবিত্র মাটিতে পা দিতে দ্বিধাবোধ করে ।” দুর্যোগ উপেক্ষা করে বসিরহাটের বাদুড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম এর সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় এমনই মন্তব্য করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাদুড়িয়ার জনসভা থেকে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করে কড়া সমালোচনা করেন তৃণমূলের এই সেনাপতি । তিনি বলেন, “৪ জুন নয়, এখানে মে মাসের ৪ তারিখই ফল বেরিয়ে গিয়েছে । যখন সন্দেশখালির ভিডিয়ো জনসমক্ষে এসেছে, তখনই ফলাফল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে । সেই ভিডিয়োতে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি স্বীকার করেছেন, সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণ, ঝামেলা হয়নি । তৃণমূল নেতাদের বিপদে ফেলতেই বিজেপি নেতৃত্ব মহিলাদের দু’হাজার টাকা দিয়ে ভুয়ো অভিযোগ থানায় জমা করিয়েছেন ।” অন্যদিকে আবহাওয়া দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী আসন্ন রিমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কেউ যাতে সমস্যায় না পড়েন, তা দেখার দায়িত্ব দলীয় নেতা-কর্মীদের নিতে বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দুর্যোগের আশঙ্কা করেই তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতৃত্বকে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে রবিবারের সভা থেকে অভিষেক বলেন, “বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-সহ যেখানে যেখানে ঝড়ের প্রভাব পড়বে, সেখানে সেখানে আমরা ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এক একটা মানুষের জীবন আমাদের কাছে মণিমুক্তের মতো। রাজনীতি অন্য সময় হবে। যদি আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোথাও কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে, তা করার দরকার নেই। মানুষের পাশে আমাদের থাকতে হবে।” অভিষেক আরও বলেন, “একটা মানুষেরও যেন অসুবিধা না হয়, কেউ যেন অভুক্ত না থাকে, কোনও বাচ্চার যাতে সমস্যা না হয়, তা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। আমি তৃণমূলের সকল স্তরের কর্মী সমর্থকদের অনুরোধ করব ।” জানা গিয়েছে রবিবার অভিষেকের তিনটি কর্মসূচি ছিল । জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের গোসাবা বিধানসভায় তাঁর প্রথম জনসভাটি হওয়ার কথা ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হেলিকপ্টারে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় । তাই সকালেই গোসাবার সভাটি বাতিল করে দিয়েছিলেন অভিষেক । বিকেলে মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে একটি রোড-শো করার কথাও ছিল তাঁর। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি দেখে রোড-শো বাতিলের কথা জানায় অভিষেকের দফতর। তবে বাদুড়িয়াতে আসেন তিনি। সভাও করেন । সভামঞ্চে হাজী নুরুলের হাত ধরে অভিষেক বার্তা দেন, ‘১ জুন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন হাজী নুরুলকে।’

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে শিখদের সম্পত্তি দিয়ে দেবে মুসলিমদের, ভিডিও প্রচার বিজেপির

আপনজন ডেস্ক: পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতে শিখ ভোটারদের সিংহভাগ ভোট হতে চলেছে, বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নতুন নির্বাচনী প্রচারণা বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে যাতে দেখানো হয়েছে যে কংগ্রেস শিখদের চেয়ে মুসলমানদের বেশি পছন্দ করবে। বিজ্ঞাপনটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে, বিজেপির প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শিখদের দাঁড় করানো। তবে বিজ্ঞাপনটি অনলাইনে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় তুলেছে।

শুক্রবার প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি একই ধরনের অনেক ডিজিটাল বিজ্ঞাপন এবং অ্যানিমেটেড ভিডিওগুলির মধ্যে সর্বশেষতম, যা হিন্দু এবং অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করেছে। এসব বিজ্ঞাপনে মুসলিমবিরোধী বক্তব্য ও ভুয়া দাবি প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভিডিওটি শুরু হয় একটি বাড়ির সামনে ‘শেখ ইরফান’ লেখা একটি নেমপ্লেট দিয়ে। এরপর এক কংগ্রেস কর্মীকে ফোন ক্যামেরায় এক শিখ ব্যক্তির বাড়ি ও তার সম্পত্তির ভিডিও করতে দেখা যায়। শিখ লোকটি এবং সে এই বিষয়ে তর্ক করে এবং শিখ লোকটি তাকে প্রশ্ন করে।

জবাবে ওই ভিডিও ব্যবহারকারী বলেন, রাহুল গান্ধি বলেছেন কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তিনি শিখদের সম্পত্তি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। তারপরে, শিখ প্রতিক্রিয়া জানায় যে একবার দেশ বিভক্ত হওয়ার ক্ষত দূর হয়নি। এরপরই অন্য ব্যক্তি বলেন, ন্যায়বিচারের স্বার্থে রাহুল এই বিভাজন করছেন। সেক্ষেত্রে ‘ইরফান মিয়া’র (বিজ্ঞাপনে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী) সম্পত্তিও ভাগ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন ওই শিখ। এর উত্তরে মুসলিমদের প্রতি কংগ্রেস পক্ষপাতিত্ব করবে বলে দাবি করা হয়।

রাতভর কন্ট্রোল রুমে থেকে তদারকি মেয়র ফিরহাদের

আপনজন ডেস্ক: রিমাল নিয়ে তৎপর কলকাতা পৌরসভা। কন্ট্রোলরুম খুলে ২৪ ঘণ্টা তদারকি করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, আমরা সবাই দুশ্চিন্তায় আছি। এই ঝড় কলকাতা ছুঁয়ে যাবে । আবহাওয়া অফিস এর সাথে এখন যা কথা হয়েছে তাতে ৬০থেকে ৮০ কিমি বেগে যাবে ঝড়। সকল স্তরের বিভাগের ডিজি ‘র সাথে আমি মিটিং করেছি এই দুর্যোগ নিয়ে। ফিরহাদ হাকিম আরো বলেন, আমরা আমাদের ১৩ হাজার পার্মানেন্ট লেবার আর ৩৩৮ জন ড্রেনেজ এর লেবার রয়েছে। প্রায় ১৫ হাজার লেবার রাস্তায় নামিয়েছি এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য । রাত দুটোর আগে থেকে আমরা গঙ্গায় জল ফেলতে পারব না। তাই লকগেট বন্ধ করে দিতে হবে। প্রায় ৪৮০ টি পাম্প তৈরি রয়েছে।তবে চার পাঁচ ঘণ্টা জল থাকবে ।আমরা ম্যাজিশিয়ান নই। দিনরাত পরিশ্রম করছে সকলে। কলকাতার অবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ঠিক করার চেষ্টা করব ।

জেসিবি ৭ টি, এছাড়া ক্রেন রাস্তায় নামানো আছে। বড়ো ক্রেন রাস্তায় রাখা রয়েছে। বড় গাছ পড়লে সেগুলো দ্রুত সরানোর জন্য । আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেমন চেতলা ,পার্ক স্ট্রীট ,সাদার্ন এভিনিউ এসব জায়গায় রাখা হয়েছে । গাছ পড়লে দ্রুত যাতে সরানো যায় সেকারণে। ২২ টি পাম্প সর্বদা চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার

বিকেল থেকেই চালানোর কথা বলা হয়েছে। মেয়রব বলেন, যেখানে জল জমে সেই এলাকায়। আমরা তৈরি আছি। তবে কাজ করতে কিছু সময় লাগে। বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর ৪ বা ৫ ঘণ্টা লাগবে কলকাতা থেকে জল সরাতে। আমরা সকলেই রাতে কলকাতা পুরসভায় আছি। আমরা কলকাতা পুরসভা প্রস্তুত রয়েছি এই বিপর্যয় মোকাবিলায়। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আদর্শ হিন্দু বিদ্যালয়ে লোক সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপদজ্জনক বাড়িতে যারা রয়েছেন তাদের জন্য। জীবনকে বিপদে ফেলবেন না। সকল বোরো মিলিয়ে অনেকগুলো ক্যাম্প রয়েছে টেম্পোরারি। প্রত্যেক বোরো তে ২ টি করে স্কুল নেওয়া হয়েছে মানুষ রাখার জন্য।

কিছু কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ কর্মী দেওয়া হয়েছে। ইমারজেন্সিতে ইলেকট্রিক এর কোনো সমস্যা হলে সমাধানের জন্য ।প্রতি বোরোতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই ইলেকট্রিক এর লোকদের ।যাতে সময়ের অপচয় না হয়। ঢুকতে পারছে না কর্মীরা এমন সমস্যা না হয়। কোনো নেকেড ওয়ারিং নেই বা ল্যাম্প পোস্ট খারাপ নেই রিপোর্ট দিয়েছে সিইএসসি । রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত কলকাতা থেকে এই বিপর্যয় সরে যায় ততক্ষণ আমরা সকলেই আছি কলকাতা পুরসভায়। আগামীকাল সকালে অনেকটা জায়গায় কলকাতার জলমগ্ন থাকবে হয়তো । একটু সময় দিলে এগারোটার পর সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের উদ্যেশে বার্তা মেয়রের --- মানুষকে বলবো বাড়িতে থাকুন । বিপদজ্জনক বাড়িতে থাকলে আমাদের ক্যাম্প রয়েছে সেগুলোতে আসুন নিজেকে রক্ষা করুন । কলকাতা পুরসভা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের জন্য এই বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। যারা উপকূলবর্তী এলাকায় রয়েছেন তাদের বলবো ফ্লাড সেন্টার রয়েছে সেখানে চলে যাওয়া উচিত । শুধু মানুষ নয়, গবাদি পশু রাখারও ব্যবস্থা আছে ।আগে জীবন বাঁচানো উচিত। এমনটাই সাংবাদিক সম্মেলনে

অ্যাকাডেমিকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত

WBCS - 2021 গ্রুপ A, B এবং C তে

চূড়ান্তভাবে সফল ৫৬ জন

“I cleared WBCS 2020 exam with rank 3 in my first attempt. It's a journey of three years and as an enrolled student of Academic Association. I was benefitted from mock test, study materials and interview guidance. It helped me to boost my confidence tremendously.”

Executive (Rank-3)
WBCS-2020
Haimontika Das

II WBCS এর ফ্রি ডেমো ক্লাস II

রেজিস্টার করুন www.academicassociation.com

WBCS : 2024-25 ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।
অ্যাডমিশন চলছে। ক্লাস কলেজস্ট্রীটে।

আগামী রবিবার (২রা জুন) ফ্রি ডেমো ক্লাসের জন্য
যোগাযোগ করুন- 9038786000 / 9674478644

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

প্রথম নজর

ঝাড়খণ্ড থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেনকে হুমকি ফোন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনকে ফোন করে গালমন্দ এবং 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠল কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনাটি লিখিতভাবে জানিয়ে মুর্শিদাবাদের সুতি থানাতে অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেন।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, 'তৃণমূল বিধায়কের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ঝাড়খণ্ডের কোনও একটি নম্বর থেকে বিধায়ককে ফোন করা হয়েছিল।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে -গত প্রায় দু'দিন ধরে তৃণমূল বিধায়ককে তাঁর ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ক্রমাগত একটি বিশেষ নম্বর থেকে ফোন করে গালিগালাজ এবং 'হুমকি' দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর বিধায়ককে প্রাণে মেরে ফেলার 'হুমকি'ও দিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন।

"প্রসঙ্গত -এর আগেও তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের উপর মুর্শিদাবাদে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। বছর তিনকে আগে কলকাতা যাওয়ার জন্য সুতির নিমতিতা স্টেশন থেকে যখন তিনি ট্রেন ধরতে যান, সেই সময় সেখানে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন জাকির হোসেন সহ আরও বেশ কয়েকজন। বর্তমানে সেই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ।

বিস্ফোরণের ঘটনার পর জাকির হোসেনের হাতে এবং পায়ে একাধিকবার অপারেশন হলেও এখনও তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। তবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হওয়ার পর জাকির হোসেনকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এর মধ্যে ফের একবার তৃণমূল বিধায়ককে ফোন করে গালিগালাজ এবং 'হুমকি' দেওয়াতে তৃণমূলের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জোটের হয়ে ভোট করায় পটলের গাছ নির্মূলের অভিযোগ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাম কংগ্রেস জোট করার অপরাধে রাতের অন্ধকারে পটলের গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদিও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। এমনি চাঞ্চল্য কর খবর উঠে আসছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার রায়পুর অঞ্চলের মুক্তার পুর এলাকায়।ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জোট কর্মী তথা জমির মালিক জামসেদ আলীর দাবি সকালে যখন পটলের জমিতে আসি তখন দেখি যে গাছের গোড়া কাটা রয়েছে প্রায় দশকাঠা জমির।

জামসেদ আরো বলেন লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেসের জোট প্রার্থীর হয়ে ভোট করার অপরাধে এমন ক্ষতি করেছে তৃণমূল।ঘটনায় সঠিক বিচারের দাবি জানিয়ে ডোম কল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে সূত্রে খবর।যদিও রায়পুর অঞ্চলের প্রধানের প্রতিনিধি রেন্টু মন্ডল বলেন এসব মিথ্যা অভিযোগ আমাদের দলের কোনো কর্মী এমন নোংরা কাজ করতে পারে না আর করবেও না তারা নিজেরা নিজেরা গাছ কেটে আমাদের দলের নামে বদনাম দিচ্ছে ,পুলিশ প্রশাসনের উপর ভরসা আছে সঠিক তদন্ত করে আসল দোষীদের শাস্তি দেবে।

ঝোড়ো হাওয়া, প্রবল বর্ষণে সুন্দরবনে আতঙ্ক

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● সুন্দরবন

আপনজন: সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাতে ইতিমধ্যে নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। গোসাবার বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধ বসে যেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সেচ দপ্তরের তরফ থেকে মেরামতির কাজও চালানো হচ্ছে। বহু জায়গায় গাড়ি লাগিয়ে মাটি কাটার কাজ চলছে। শুধু গোসাবাতে নয়, ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর বাঁধেও দেখা দিয়েছে ফাটল। তবে প্রশাসনিকভাবে নজর রাখা হচ্ছে।নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রশাসনের আধিকারিকদের। রিমালের প্রভাবে সুন্দরবনের নিচু এলাকার মানুষদেরকে সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ে রাখা হয়েছে। তবে সমস্যা দেখা দিয়েছে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র গুলিতে গিয়ে। কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। ফলে স্থানীয় মানুষরা কোথায় থাকবেন তা বুঝে উঠতেই পারছেন না। বিডিও তরফ থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলি পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। তবে এই সমস্ত স্কুলগুলোতে সব থেকে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে আলোর। সব মিলিয়ে নতুন আতঙ্কে সুন্দরবন। ব্যাঘ্র প্রকল্পে সমস্ত ক্যাম্প গুলিকে সচেতন করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত জায়গাতে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। কন্ট্রোল রুম থেকে নজর রাখা হচ্ছে। মাইকিং চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা গুলি থেকে। উপকূলীয় এলাকায় এসে পৌঁছে যে সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। তবে পরিস্থিতির উপর সজাগভাবে নজর রাখা হচ্ছে। বুদ্ধ পূর্ণিমার ভরা কোটাল এখনও চলছে। ফলে প্রতিটি নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই গোসাবাতে এনডিআরএফ এর একটি টিম কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।

ষষ্ঠ দফার ভোটের পর মোদি 'হারাতঙ্ক' রোগে ভুগছেন, কটাক্ষ তৃণমূল সুপ্রিমোর

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: রাজ্যে যখন ভারী বর্ষণ সমস্ত রাজনৈতিক দলের মিটিং মিছিল জনসভা বাতিল ঘোষণা। সেই সন্ধিক্ষণে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে নির্বাচনী প্রচারে এলেন সোনারপুরে । তার গলায় শোনা গেল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে এদিন বিশেষ বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৪ সালে এই কেন্দ্রেই প্রথম সাংসদ নির্বাচনে জিতেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'যাদবপুর আমার প্রাণের কেন্দ্র। এখন থেকেই আমার রাজনীতির জন্মলগ্ন শুরু হয়েছিল। এই যাদবপুর আমায় কোনওদিন ফেরায়নি। আমি চাই, আপনাকে আমরা ফেরাবেন না। আপনারা আমায় লড়তে দিন।'

প্রসঙ্গত, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে শেষ তিনবার জিতে এসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। যদিও, শেষ তিনবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিবারেই কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করা হয়েছে। ডঃ সুগত বসু, কবীর সুমন থেকে মিমি চক্রবর্তী হয়ে এই কেন্দ্রে এবার প্রার্থী করা হয়েছে দলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষকে। এবারেও এই কেন্দ্র ভালো মার্জিনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস।রবিবার সোনারপুর দক্ষিণের সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলার মাঠের একটি জনসভায় উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষের হয়ে প্রচারে ছিলেন তিনি। সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করেন। ষষ্ঠ দফার পর মোদি 'হারাতঙ্ক' রোগে ভুগছেন বলে কটাক্ষ তাঁর। সোনারপুর রাজপুর কাউন্সিলরদের নিয়ে তিনি বলেন নিজেদের শুধরে নিন সোনারপুরে বেশ কিছু কাউন্সিলর নামে অভিযোগ জমা পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদেরকে শুধরে নিন বলে নির্বাচনের সভা থেকে হুঁশিয়ার দিলেন তৃণমূলের সুপ্রিয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া ওই সভাতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের বিধায়িকা ফিরদৌসী বেগম ও লাভলী মৈত্র, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ।

রিমাল আতঙ্কে লোহার বেড়ি পরানো হল ট্রেনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শিয়রে রিমাল, লোহার বেড়ি পরানো হল ট্রেনের চাকায়! শিয়রে সাইক্লোন রিমাল। জারি লাল সতর্কতা। রিমাল ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতায় হাওড়ার শালিমারে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হলো ট্রেনের চাকা। সাইক্লোনের সতর্কতায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কারশেড বা বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা বগিগুলো ঝড়ের দাপটে এদিক ওদিক ছিটকে যাতে না যায়, সেজন্য মোটা লোহার শিকল দিয়ে ট্রেন বেঁধে রাখা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের বেগে রেললাইন থেকে ট্রেন গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিংবা রেলের বগি অন্য লাইনে উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। আমফানের সময়ে ঝড়ের দাপটে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা এড়াতেই এই ব্যবস্থা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শালিমার স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনে লোহার জক এবং চেন তালা দিয়ে বাঁধা হলো দূরপাল্লার ট্রেনগুলি। আয়লা এবং আমফানে ঝড়ে ক্ষতি হয়েছিল ট্রেনের। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শালিমার স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলিকে চেন তালা দিয়ে বাঁধা হল।

সুন্দরবনের বাসিন্দাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: আইলা ইয়াশ বুলবুল ফণির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছড়ে পড়েছিল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায়। আর তারই ক্ষত এখনো পর্যন্ত সারিয়ে তুলতে পারেনি সুন্দরবনবাসী।

এই মুহূর্তে রেমেল নামের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাণ্ডবে সুন্দরবনের একাধিক এলাকা- কুলতলীর বিস্তীর্ণ নদী বাঁধ প্লাবিত হতেই বসেছে। আর তারই আতঙ্কে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ব্লক প্রশাসনের তৎপরতায় ও স্থানীয় কুলতলী ও মৈপিঠ কোস্টাল থানার আধিকারিকদের প্রচেষ্টায় এই মুহূর্তে যে সমস্ত পরিবার মাটির বাড়িতে আছে, তাদেরকে নিয়ে আসছে বহুমুখী আশ্রয়স্থল কেন্দ্রে।

কুলতলীর কাঁটামারি চূড়ামণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বহুমুখী আশ্রয়স্থল কেন্দ্র, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের ফ্লাট সেন্টার ও মৈপিঠ বৈকুণ্ঠপুর বহুমুখী আশ্রয়স্থল কেন্দ্র গুলিতে একে একে নদী বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী পরিবার গুলিকে নিয়ে আসছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা। আর এই সমস্ত বহুমুখী আশ্রয়স্থল কেন্দ্রগুলিতেএলাকাবাসীদের ভিড় । সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো কে ত্রিপল চিড়ে গুড় বিস্কিট ও শুকনো খাবারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্যের কথায় ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম খুলে রাখা হয়েছে। ঝড়ের পরবর্তী সময়ে রাস্তাঘাট স্বাভাবিকভাবে যাতে যান চলাচল করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ও জানান তিনি। অনেক পরিবার এখানো ও মাটির ঘরে থেকে বাড়ির খুঁটি আঁকড়ে ধরে চোখের জল মুছেছে কিন্তু বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় স্থলে আসতে চাচ্ছে না তারা। বাড়িতে থাকা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোহ ও গবাদি পশুর কথা চিন্তা ভাবনা করে।

প্রতি বছরে সুন্দরবনে এমনি ভাবে নেমে আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিধাতার রসানলে সুন্দরবাসি বারে বারে তাদের এমনই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর এলাকার ঘটনা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধুর নাম শেফালী বিশ্বাস (৪৯)। এদিন বাড়িতে কেউ না থাকার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন শেফালী। পরিবারের লোকেরা বাড়িতে এসে দেখেন শেফালির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করতেই পরিবারের লোকেরা তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।

এরপরই তাঁরা খবর দেন বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে জানায়। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে মৃতার পরিবারের লোকজনেরা। এ বিষয়ে মৃতার ছেলে জানান, 'মা কেন এমনটা করল তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না! '

অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভ্রাম্যমাণ বাসের মধ্যে রক্তদান শিবির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন:গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতে এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে রাজনগর ব্লকের তাঁতিপাড়ায় ভ্রাম্যমান রক্তদান শিবির আয়োজিত হয় রবিবার।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'তাঁতিপাড়া প্রগতি হেল্প সোসাইটির' উদ্যোগে রাজনগর ব্লকের তাঁতিপাড়া পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে ভ্রাম্যমান বাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়।

জেলার ব্লাড ব্যাংক গুলিতে গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মেটানো এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে এই মহতী উদ্যোগ বলে জানা যায়। রক্তদান, মহৎ দান এই উদ্দেশ্যেই ব্রতী হয়ে এলাকার পুরুষ- মহিলা মিলে মোট ৫২ জন রক্তদাতা এদিন এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভ্রাম্যমান বাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন আয়োজক তথা সংস্থার সভাপতি সূর্য শেখর পাল, সম্পাদক জগন্নাথ দাস বৈষ্ণব সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ত্রাণ শিবির ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রিমাল ঘূর্ণিঝড়ঝড় মোকাবিলায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ঘূর্ণিঝড়ের ভয়ংকরতার আভাস পেয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা দুই মেদিনীপুর সহ সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলিতে উদ্ধারকাজ ও মানুষকে দ্রুত উদ্ধার করে ত্রান শিবিরে যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তাই আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ইতিমধ্যেই কাকদ্বীপ, নামখানা, গঙ্গাসাগর সহ বিভিন্ন এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা পৌঁছে গিয়েছেন। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, সুন্দরবন এলাকায় সংঘের শতাধিক স্কুল, মন্দিরগুলিতে দুর্গত মানুষদের রাখার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে।

রিমেল মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ হাওড়ার প্রশাসনের

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন:রিমেল ঘূর্ণিঝড় রবিবার রাতেই আছড়ে পড়কে কেন্দ্র করে দুর্যোগ মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে হাওড়া জেলার ব্লকের পাশাপাশি পুর প্রশাসন।

রিমেলের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে রবি এবং সোমবার লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেখানে ঘন্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় ঝড়ের গতি সর্বোচ্চ হতে পারে ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার। এছাড়াও হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলিতেও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ সাইক্লোন রিমেল-এর অবস্থান সম্পর্কে সাংবাদিক বৈঠক করেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিমেলের অবস্থান স্পষ্ট করেন।শনিবারের পর রবিবার-ও নদী তীরবর্তী এলাকাতেও মাইকিং প্রচার চালানো হয়।উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস জানান,"ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়

মোকাবিলায় সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী এছাড়াও হাওড়া জেলাশাসক এবং উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক আমাদের পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান,আমাদের পুর অফিসে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।সেখানে সর্বদাই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।এছাড়াও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অস্থায়ী ত্রান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।সেখানে পানীয় জল,শুকনো খাবার এবং মেডিক্যাল টিম রাখা হয়েছে। অন্যদিকে গতকালের পর আজও উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কালীনগর,হীরাপুর এবং ধূলাসিমলা অঞ্চলের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের মাইকিং প্রচার করে সতর্ক করা হচ্ছে।যাতে ওই এলাকার মানুষরা অযথাই আতঙ্কিত না হন।ওই ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান, জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এবং মহকুমাশাসকের তত্ত্বাবধানে আমাদের ব্লকে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।তিনি আরও জানান,আমাদের ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে।এবং নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের জন্য হীরাপুর হাইস্কুলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।সেখানে রাখা হয়েছে শুকনো খাবার,পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল এছাড়াও মেডিকেল টিম রাখা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি।

কম্বোডিয়ায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের লাশ নিয়ে ধন্দে পরিবার

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● রামপুরহাট

আপনজন: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়ায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলো বীরভূমের এক যুবকের। বছর পঁয়ত্রিশের মৃত ওই যুবকের নাম আব্দুল হামিম। বাড়ি বীরভূমের মাড়গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল হামিম গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ কম্বোডিয়ার উদ্যেশ্যে রওয়ানা দেন। সেখানে একটি বেসরকারী সংস্থায় ডাটা এন্ট্রি পদে কর্মরত ছিলেন। চলতি মে মাসের ২১ তারিখ তার সঙ্গে পরিবারের লোকজনদের মোবাইলে শেষ কথা হয় আব্দুল হামিমের। গত ২৫ তারিখ থানার মাধ্যমে তার বাড়িতে খবর দেওয়া হয় কম্বোডিয়ায় ওই যুবকের হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর খবর পেতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনেরা। এদিকে মৃত ছেলের শবদেহ ফিরে পাওয়ার আশায় দিন গুনছেন তার পরিবারের লোকজন। কারণ কম্বোডিয়া থেকে মৃতদেহ বাড়িতে ফিরতে ছ'লক্ষ

টাকা খরচ হবে বলে পরিবারকে জানানো হয়েছে। মৃত আব্দুল হামিমের স্ত্রীর অভিযোগ গত ২২ তারিখে মারা গেছে বলে স্থানীয় মাড়গ্রাম থানায় মেল মারফৎ খবর আসে। কিন্তু কিভাবে মারা গেছে, কোন হাসপাতলে চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। তার মৃত্যুর সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়নি। আদও কি সে মারা গেছে নাকি জীবিত আছে। বুঝে উঠতে পারছে না তার পরিবার।অথচ গত সোমবার তার স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক কথা হয়।২২ তারিখে মারা গেলো অথচ এতদিন পর কেন খবর দেওয়া হলো। এমন ঘটনায় তার স্বামী জীবিত হোক বা মৃত হোক। সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন। সরকারি সহযোগিতায় তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়েছেন। কারণ যে সংস্থার মাধমে তিনি কম্বোডিয়ায় গেছিলেন তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে পরিবারের দাবি। এখন আব্দুল হামিম আদও কি জীবিত অবস্থায় ফিরবে নাকি তার মরা লাশ বাড়িতে আসবে সেই দুশ্চিন্তায় দিন গুনছেন তার পরিবারের লোকজন।

অসুস্থ রোগীর পাশে দাঁড়ালেন কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় ইলামবাজার ব্লকে কয়রা -পছেরা গ্রামের দাবির হোসেন নামে এক তরুণ যুবক বিগত কয়েক মাস ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দাবির হোসেনের পরিবারের একমাত্র তিনি এবং তার দুই সন্তান সহ তার স্ত্রী। দাবির হোসেনের শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরিবারটি অসহায় অবস্থায় দিন গুণ ছিল। পরিবারের পাশে এসে কেউ দাঁড়ায়নি। বেশ কয়েক মাস আগে বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ খবর পেয়ে দাবির হোসেনের বাড়ি গিয়ে অসুস্থ দাবির হোসেনকে দেখে আসেন এবং তার শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন এবং সমস্ত রকমের সহযোগিতাও পরিবারের পাশে থাকা প্রতিশ্রুতি দেন । এদিন শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে দাবির হোসেনের চিকিৎসা ব্যবস্থা সহ পরিবারে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ও সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এরপর দাবীর হোসেন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই তার ফের সুচিকিৎসার জন্য শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে শহীদের মাতা সাদেকা বিবি দাবির হোসেনের হাতে আটা নব্বই হাজার (৯৮০০০) টাকার চেক তুলে দেন চিকিৎসার জন্য। দাবির হোসেনের শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন কাজল শেখ ও তার মা সাদেকা বিবি।।

প্রথম নজর

ইরান সফরে যাচ্ছেন সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবারের সঙ্গে কথা বলেছেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান। এ সময় দুই নেতা পরস্পরকে নিজ দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ইরান সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মুহাম্মদ বিন সালমান ও মোখবারের মধ্যে ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন করে সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন। কথোপকথনের সময়, দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ইরানি হজযাত্রীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিন সালমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিন সালমানকে তেহরান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

বিন সালমান সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টকেও রিয়াদ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গত দুই দশকের মধ্যে এই প্রথম সৌদি রাজপরিবারের কোনো সদস্যের তেহরান সফর হতে যাচ্ছে, যা কয়েক বছরের টানাপোড়েনের পর ইতিবাচক কূটনৈতিক সম্পর্কের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২০১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি-ইরান তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। সৌদি সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা নিমর আল-নিমরের শিরোচ্ছেদ করলে ইরানে বড় আকারে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তেহরানে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসে বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দিলে দুই দেশের সম্পর্কে তলানিতে ঠেকে। গত বছর থেকে এ সম্পর্ক ফের স্বাভাবিক হয়।

হামাসের ফাঁদে বন্দি ইসরায়েলের সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস একটি টানেলে ইসরায়েলের ইহুদিবাদী সেনাদের জন্য একটি ফাঁদ পেতেছিল। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। এতে অজ্ঞাত সংখ্যক দখলদার সেনা হতাহত এবং ধরা পড়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, হামাসের সামরিক শাখা কাশেম বিগ্রেডের মুখপাত্র আবু ওবাইদা এ তথ্য জানিয়েছেন। উত্তর গাজার জাবালিয়া ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে হামাসের এ দাবি অস্বীকার করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এদিকে হামাস কর্তৃপক্ষের একজন মুখপাত্র ওসামা হামাদান বলেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে নতুন করে আর কোনো আলোচনা হবে না। এ ধরনের আলোচনা বরং ইসরায়েলকে গাজায় আরো বেশি হামলার সুযোগ করে দেয়।

এদিকে শনিবার ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গাজায় বন্দী ইসরায়েলিদের মুক্তির জন্য কর্মকর্তারা নতুন করে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছেন। প্যারিসে মধ্যস্ততাকারীদের সাথে আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানানো হয়।

ওই খবর অনুযায়ী, ইসরায়েলি গোয়েন্দাপ্রধান ডেভিড বার্নিয়া স্থবির হয়ে যাওয়া আলোচনা আবার শুরু করার নতুন কাঠামোতে একমত হন। প্যারিসে বার্নিয়া ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ পরিচালক বিল বার্নস, কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আলথানি উপস্থিত ছিলেন।

গাজায় হামলা বন্ধে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে চড়াও জার্মান পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবার মাঠে নেমেছে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভরত এসব শিক্ষার্থীর ওপর দমনমূলক ব্যবস্থা ও পুলিশি হামলার অভিযোগ তুলেছে ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা।

বিক্ষোভের শুরু থেকেই তারা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে দাবি করেন শিক্ষার্থীরা।

মার্কিন ছাত্র বিক্ষোভের অনুকরণে এবার মাঠে নেমেছে বার্লিন, মিউনিখ, কোলন এবং অন্যান্য শহরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা।

গত বুধবার বার্লিনের হামবোল্ট ইউনিভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ দখল করে শিক্ষার্থীরা। গাজার একটি শরণার্থী শিবিরের নামানুসারে তারা ভবনটির নামকরণ করে জাবালিয়া ইনস্টিটিউট নামে। আর ভবনটির লাইব্রেরির নাম রাখা হয় ডিসেম্বরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি কবি রেফাত আলিরেরের নামে। এসময় তাদের হাতে ছিল 'বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা আত্মরক্ষা নয়' সংবলিত প্ল্যাকার্ড। তারা এসব শ্লোগানের ভবনের দেয়ালে দেয়ালে লিখে রাখে।

এসময় ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি নেয়া শিক্ষার্থীদের উচ্ছেদের আল্টিমেটাম দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তা না মানায় মাঠে নামে পুলিশ। এসময় অন্তত ১৫০ শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাস থেকে উচ্ছেদ করে তারা। অপরাধমূলক কাজে জড়িতের থাকায় অভিযুক্ত করে ২৫ শিক্ষার্থীকে। এক শিক্ষার্থী সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ কর্মকর্তারা তাদেরকে বারবার মাথায় ঘুসি মেরেছে, শরীরে লাথি মেরেছে এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে চিকিৎসার সুযোগ দেয়নি।

গত ৭ মে বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটিতেও বিক্ষোভকারীদের একটি ক্যাম্প উচ্ছেদের সময় পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভকারীরা জানান, প্ররোচনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ঘুসি ও লাথি মেরেছে ও শ্বাসরোধ করেছে পুলিশ। এসময় অন্তত ৭৯ জনকে আটক করে তারা।

রাখাইনে ফের সংঘাত, প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছে প্রায় অর্ধলাখ রোহিঙ্গা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় সহিংসতাপূর্ণ রাজ্য রাখাইনে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয় রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ৪৫ হাজার মানুষ পালিয়ে গেছেন। হত্যা-শিরশ্ছেদের আতঙ্কের মধ্যেই রাখাইন ছেড়েছেন তারা।

শনিবার (২৫ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সংঘাত-বিধ্বস্ত রাখাইন প্রদেশে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে আরও ৪৫ হাজার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে বলে জাতিসংঘ সতর্ক করেছে। সংঘাত-বিধ্বস্ত এই অঞ্চলে শিরশ্ছেদ, হত্যা এবং সম্পত্তি পোড়ানোর অভিযোগের মধ্যেই এই তথ্য সামনে এলো।

এর আগে গত বছরে নভেম্বরে আরাকান আর্মি (এএ) নামে বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী দেশটির ক্ষমতাসীন জান্তা সরকারের বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। এরপর থেকেই রাখাইন প্রদেশটিতে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। এছাড়া এই লড়াই ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর যুদ্ধবিরতিরও অবসান ঘটিয়েছে। প্রাণঘাতী এই লড়াইয়ে রাখাইনের মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা আটকে পড়েছেন। মূলত মুসলিমদের সেখানে দীর্ঘ সময় ধরেই বহিরাগত বলে মনে করা হয়ে থাকে।

আরাকান আর্মি বলেছে, তারা রাখাইনের জাতিগত রাখাইন জনগোষ্ঠীর অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াই করছে। রাখাইনে বর্তমানে নির্যাতিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ৬ লাখ সদস্য রয়েছেন।

২০১৭ সালে দেশটির সেনাবাহিনীর রক্তাক্ত অভিযানে লাখ লাখ রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। এই ঘটনায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জাতিসংঘের গণহত্যা আদালতে মামলা চলছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের মুখপাত্র এলিজাবেথ থ্রোসেল গত শুক্রবার জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বুথিডাং এবং মংডু শহরে লড়াইয়ে কয়েক হাজার বেসামরিক লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

তিনি বলেন, আনুমানিক ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে নাফ নদীর এলাকায় পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এসময় আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার আহ্বানও জানান তিনি।

তিনি বলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশকে 'আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর সুরক্ষা প্রদান এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি নিশ্চিত করার' আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু আল-জাজিরার তানভীর চৌধুরী বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে বলেছেন, দেশটিতে ইতোমধ্যে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা রয়েছে, আর তাই সরকার সীমান্তের মিয়ানমার অংশে আটকে থাকা আরও শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে নারাজ। জাতিসংঘ রাইটস অফিসের মিয়ানমার টিমের প্রধান জেমস রোডেহেভার বর্ণনা করেছেন, ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে অনেকে পালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেছেন, তার দল সাক্ষ্য পেয়েছে এবং এ সংক্রান্ত স্যাটেলাইট ছবি, অনলাইন ভিডিও ও ছবিও দেখেছে। আর এতে বুথিডাং শহরটি 'ব্যাপকভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে' বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

তিনি আরো বলেছেন, 'সামরিক বাহিনী শহর থেকে পিছু হটার দু'দিন পরে গত ১৭ মে থেকে আগুন জ্বালানো শুরু হয়েছিল বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এবং আরাকান আর্মি গ্রামটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বলে দাবি করেছে।' বেঁচে থাকা একজন ব্যক্তি বুথিডাং থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েক ডজন মৃতদেহ দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। অন্য একজন বলেন, মংডু শহরের পশ্চিম দিকের রাস্তায় আরাকান আর্মির হাতে অবরুদ্ধ হয়ে শহর ছেড়ে পালানো হাজার হাজার লোকের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে রাজধানী তেলআবিব বিক্ষোভ উত্তাল। এতে অংশ নিচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ।

জানা গেছে, নেতানিয়াহুর পদত্যাগ ও হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি চুক্তির দাবিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেমেছে বিক্ষোভকারীরা। সেখান থেকে বেশ কিছু বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার ইসরায়েলি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।সম্প্রতি ফিলিস্তিনি হামাস যোদ্ধা কর্তৃক ইসরায়েলি নারী সেনাদের বন্দী করার একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আসে। এরপরই জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে আরো উত্তাল হয়ে উঠেছে দেশটি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, নাহাল ওজে নারী সৈন্যদের ধরে নিয়ে যাওয়ার যে ভয়ঙ্কর ভিডিওগুলো প্রকাশ হয়েছে, সেগুলো ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের স্তরে স্তরে ব্যর্থতার প্রমাণ।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, নেতানিয়াহু, আপনাকে সতর্ক করা হয়েছিল এবং আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। শুধুমাত্র এই কারণে, আপনাকে অবশ্যই দায়িত্ব ওই ঘটনার (৭ অক্টোবর হামাসের অভিযান) নিতে হবে এবং অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। আপনি ক্ষমতায় থাকার যোগ্য নন।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইসরায়েলের তথ্যানুযায়ী, তেল আবিব ছাড়াও জেরুজালেম, হাইফা, সিজারিয়া এবং রেহোভট-সহ বিভিন্ন স্থানে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্প্রতি ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, গত বছর প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে চারবার সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি তিনি।

বিক্ষোভ থেকে আশঙ্কা করা হয়, ইসরায়েল সরকার যদি এখনই হামাসের সঙ্গে একটি চুক্তিতে না পৌঁছায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ইসরায়েল জিম্মিদের ফিরিয়ে না এনেই যুদ্ধ শেষ করতে বাধ্য হবে। জেরুজালেমে নেতানিয়াহুর সরকারি বাসভবনের বাইরে প্যারিস স্কোয়ারে শত শত ইসরায়েলি জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন।

ইসরায়েলের সঙ্গে নতুন আর আলোচনা নয়: হামাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধবিরতি নিয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সংগঠনটির শীর্ষস্থানীয় নেতা ওসামা হামদান এ কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, এখন অবিলম্বে ইসরায়েলের যা করা দরকার তা হলো গাজা থেকে তাদের পূর্ণ প্রত্যাহার এবং সকল ধরনের আগ্রাসন বন্ধ করা।

অন্যদিকে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হচ্ছে। শনিবার (২৫ মে) আল জাজিরা আরাবিককে ফোনে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে হামাস নেতা হামদান বলেন, অতিসত্তর ইসরায়েল বাহিনীকে গাজা ছাড়তে এবং সব ধরনের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের নতুন করে আলোচনায় প্রয়োজন নেই। কারণ আগেই আমরা ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছি। সুতরাং নতুন প্রস্তাব দিলেই যে ইসরায়েল তা মেনে নিবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি তারা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে গভীরভাবে আগ্রহী না হয়ে তা হলে এর অর্থ তাদেরকে আর বেশি সময় ধরে গাজায় হামলার সুযোগ করে দেয়া। এদিকে শনিবার ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গাজায় বন্দী ইসরায়েলিদের মুক্তির জন্য কর্মকর্তারা নতুন করে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছেন। প্যারিসে মধ্যস্ততাকারীদের সাথে আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানানো হয়। ওই খবর অনুযায়ী, ইসরায়েলি গোয়েন্দাপ্রধান ডেভিড বার্নিয়া স্থবির হয়ে যাওয়া আলোচনা আবার শুরু করার নতুন কাঠামোতে একমত হন। প্যারিসে বার্নিয়া ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ পরিচালক বিল বার্নস, কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আলথানি উপস্থিত ছিলেন। নতুন যে প্রস্তাব ইসরাইল দিয়েছে, তাতেও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কথা নেই। এমনকি কয়েক মাসের যুদ্ধবিরতি হলেও ইসরায়েল আবার যুদ্ধ শুরু করতে পারবে বলে বলা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তেল আবিবে রকেট হামলা চালাল হামাস

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের বাণিজ্যিক রাজধানী তেল আবিব শহরে রকেট হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

রোববার প্রায় চার মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো এই হামলা চালালো ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদলটি।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, দক্ষিণ গাজার রাফা এলাকা থেকে অন্তত আটটি রকেট ছোড়া হয়েছে। বেশ কয়েকটিকে প্রতিহত করা হয়েছে। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এছাড়া এ সময় ইসরায়েলের হার্জলিয়া ও পেটা টিকভাসহ অন্যান্য নগর ও শহরে রকেট হামলার সাইরেন বাজানো হয়।

ইসরায়েলি গণমাধ্যম হার্জলিয়ার একটি ভবনের বাগানে ক্ষেপণাস্ত্রের খণ্ডিত অংশের ফুটেজ প্রকাশ করেছে। অন্য আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, হামাসের রকেটের আঘাতে কেফার সাবার কেন্দ্রীয় শহরের কাছে একটি খোলা জায়গায় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

এদিকে নিজেদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড দাবি করেছে, তারা তেল আবিবের ওপর বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা এবং প্রায় ২৫০ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে বন্দি করে গাজায় নিয়ে আসে হামাস। একই দিন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা করে আসছে ইসরায়েল। ইতিমধ্যে ছোট্ট এই উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

নিহতদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। এদিকে উত্তর ও দক্ষিণ গাজার অধিকাংশ শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এখন রাফা শহরের ওপর চোখ পড়েছে ইসরায়েলি বাহিনীর। রাফা গাজার সর্বদক্ষিণের শহর। এই শহরে ইসরায়েলি হামলা থেকে বাঁচতে ১৫ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। তবে গত সপ্তাহে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের রাফা ছাড়ার নির্দেশ দিলে জীবন বাঁচাতে এসব মানুষ এখন অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। সাত মাস ধরে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ইসরায়েল। তাদের ভাষ্য, রাফায় হাজার হাজার হামাস যোদ্ধা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এসব হামাস যোদ্ধাকে নির্মূল করা ব্যতীত এই যুদ্ধে ইসরায়েলের জয়লাভ সম্ভব নয়। এরইমধ্যে রাফায় বিপুল সংখ্যক সেনা ও ট্যাংক জড়ো করেছে ইসরায়েল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৯ মি.

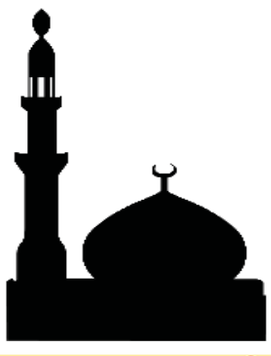

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২১	৪.৫২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.১৯	
এশা	৭.৩৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ব্রিটেনে বয়স ১৮ হলেই মিলবে সরকারি চাকরি!

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে আগামী ৪ জুলাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সামনে রেখে ভোটার টানতে দুই বড় দল– কনজারভেটিভ পার্টি ও লেবার পার্টি একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে আগামী নির্বাচনে জিতে আবারও ক্ষমতায় এলে দেশের ১৮ বছর বয়সীদের বাধ্যতামূলক সরকারি চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কনজারভেটিভ পার্টি। সামরিক কিংবা বেসামরিক চাকরিতে যোগদান করতে পারবে তরুণরা। রোববার দলের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

খারকিভে সুপারমার্কেটে রুশ হামলা, নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের খারকিভের একটি সুপারমার্কেটে রুশ বাহিনী দুটি গ্লাইড বোমা হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকেই। হামলার পরই ওই মার্কেট থেকে বড় ধরনের অগ্নি কুণ্ডলি বের হতে দেখা যায়। রোববার খারকিভের গভর্নর ওলেহ সাইনিহুবোভ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১১ জনে দাঁড়িয়েছে। এর আগে তিনি জানান, হামলায় ঘটনাস্থলেই ছয়জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ৪০ জন আহত হয়েছে। এছাড়া ১৬ জন নিখোঁজ রয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লদিমির জেলেনস্কি বলেন, সুপারমার্কেটের ভেতরে ২০০ জনের বেশি মানুষ ছিল। একই সঙ্গে তিনি এ ঘটনাকে রাশিয়ার পাগলামি বলে আখ্যায়িত করেছেন। খারকিভের মেয়র ইহর তেরেখভ বলেন, রাশিয়ার হামলায় অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। এ ধরনের হামলা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। গত সপ্তাহে রুশ সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে খারকিভের উত্তরের একটি ফ্রন্টে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে, শহরটিতে হামলা বেড়েছে। ২০২২ সাল থেকে এই অঞ্চলটি দখলের চেষ্টা করে যাচ্ছে রাশিয়া।চলতি মাসের শুরুতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, খারকিভে সেনাদের অনুপ্রবেশের লক্ষ্য ছিল বেলগোরোড ও সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলে ইউক্রেনের হামলা প্রতিরোধে বাফার জোন তৈরি করা।

মহড়ার পর আবারো চীনকে আলোচনার প্রস্তাব তাইওয়ানের

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত দ্বীপদেশ তাইওয়ান ঘিরে চীনের দুই দিনের মহড়া শেষ হওয়ার পর চীনের প্রতি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও পুনর্মিলন বাড়ানোর জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন বলে জানান। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে শপথ নেয়ার পর লাইয়ের উদ্বোধনী ভাষণকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করে বেইজিং। ভাষণে লাই তাইওয়ানের প্রতি চীনকে তাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক হুমকি বন্ধের আহ্বান জানান।

তিনি তাইওয়ানকে স্বাধীন দ্বীপ হিসেবে উল্লেখ করায় সেসময় কড়া প্রতিক্রিয়া জানায় বেইজিং। পরে গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার তাইওয়ানের চারপাশে সামরিক মহড়া চালায় চীন। এছাড়া ২০২৭ সালের মধ্যে তাইওয়ানে হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। বেইজিংয়ের এই ঘোষণার পরপরই দু'দেশের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে লাইয়ের এই পদক্ষেপ গুরুপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

তাইওয়ানের দক্ষিণাঞ্চলের শহর তাইনানে নিজ দল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির (ডিপিপি) এক বৈঠকে লাই চীনের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন। এ সময় তিনি তাইওয়ানের সাথে চীনের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

পাপুয়া নিউ গিনিতে ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৬৭০

আপনজন ডেস্ক: প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনিতে ভূমিধসের ঘটনায় ৬৭০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অনেকেই। সেই সঙ্গে ধ্বংস হওয়া ঘরবাড়ির সংখ্যা পৌঁছেছে ১ হাজার ১৮২ টিতে। ধারণা করা হচ্ছে, ভূমিধসে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামের আরো অনেক মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। পাপুয়া নিউ গনির রাজধানী পোর্ট মোর্সবে-ভিত্তিক জাতিসংঘের অভিবাসনবিষয়ক সংস্থার মুখপাত্র সেরহান আকতোপার্ক বলেছেন, ভূমিধসে পাপুয়া নিউ গিনির ধ্বংসস্তূপের নিচে এমন অনেক বাড়িঘর রয়েছে যেখানে কখনো পৌঁছানো যাবে না।

তিনি বলেন, ভূমিধসে পাপুয়া নিউ গিনির একটি গ্রামের ১৫০টিরও বেশি বাড়িঘর মাটির নিচে চাপা পড়েছে।

এতে ৬৭০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং এখনো ভূমিধস ঘটছে। পানি প্রবাহিত হওয়ায় সেখানকার প্রত্যেকের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করেছে।

এক সময়ের ব্যস্ত ওই গ্রামের আরও এক হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আকতোপার্ক। তিনি বলেছেন, ভূমিধসের শিকার গ্রামটির ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া গ্রামটির পানির সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৪৩ সংখ্যা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

বেকারত্বের জ্বালা

এ কজন দার্শনিক-কবি লিখিয়াছেন—‘মানুষ নেশা করিবেই, তবে নেশাটা যেন চমত্কার হয়।’ নেশা শব্দটির অনেক ভিন্ন প্রয়োগও রহিয়াছে। ইহাকে অনেক ক্ষেত্রে প্যাশন হিসাবেও দেখা হয়। যেমন বলা হয়, অমুকের অমুক কাজের নেশা। তমুকের বই পড়া নেশা। ইহার বাহিরে অনেক রকম নেশার কথাই আমরা বলিতে পারি। এমনকি যাহারা ভাত না খাইয়া থাকিতে পারেন না, তাহাদের ক্ষেত্রে ভাত খাওয়াটাকেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ নেশা বলিয়া মনে করেন। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, এশিয়ার মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ প্রজন্ম বুঁদ হইয়া রহিয়াছে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন গ্যাজেটের মধ্যে। তাহারা ভিডিও গেম কিংবা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, টুইটারের (বর্তমানে ‘এক্স’ হ্যান্ডেল) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুঁদ হইয়া থাকে। সেইখানে তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করেন। বলা যায়, একেবারেই বেকার সময় পার করেন। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলেই এই মাধ্যমের ঘুঁটি। একবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকিলে তাহাদের কোনো সময়জ্ঞান থাকে না। তাহারা ঐ মাধ্যমের ওয়াচটাইম বাড়াইতেছে এবং মাধ্যমটির টাইকুনদের অর্থ ইনকামের ঘুঁটিতে পরিণত হইতেছে। অথচ নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার বিনিময়ে তাহারা বেকার অবস্থা হইতে উত্তরণের নূতন কোনো প্রচেষ্টায় কোয়ালিটি টাইম দিতে পারিতেছে না। উন্নত বিশ্বে আমরা দেখিতে পাই যে, মেট্রো, বাসে, ট্রেনে সকল প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একটু ফ্রি সময় পাইলেও বই পড়িতেছে। অন্যদিকে আমরা একটু সুযোগ পাইলেই মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রাখিতেছি। কে কী কমেন্ট করিল, কে কী রি-অ্যাক্ট করিল—বলা যায় আজাইর্যা তর্কে আমরা আন্তর্জালে হাতি-ঘোড়া মারিতেছি। আর বাপের কিংবা অভিভাবকের ঘাড়ে বসিয়া বেকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছি।

সম্প্রতি দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া জানাইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। দেশে কেন বাড়িতেছে বেকারের সংখ্যা—এমন প্রশ্নের জবাবে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। বিরোধী দলগুলির কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করিলেও তাহারা মানিতে রাজি নহে। তাহাদের দাবি, তেশে কর্মসংস্থানে নতুন গিন্ত খুলিয়া দেবে। কিন্তু তাহা কথার কথা রহিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে যুবকদের বেকারত্বের হার।

তাই মনে রাখিতে হইবে, নিজে চেষ্টা না করিলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কাউকে সহযোগিতা করেন না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বেশি, অথচ তাহারা কখনো ঝুঁকি লইবেন না, ইনোভেটিভ হইবেন না; তাহারা কেবল চাকুরি, বিশেষ করিয়া সরকারি চাকুরির কাঙাল হইবেন আর বুঁদ হইয়া থাকিবেন বিভিন্ন গ্যাজেটের স্ক্রিনে। সুতরাং আমাদের কর্মক্ষম নূতন প্রজন্ম নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে।

নিজেদের উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে তরুণ ও শিক্ষিত যুবকেরা যাহাতে আগ্রহী হয়, সেই সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করিতে হইবে। উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রয়োজন হয় ব্যাংক ঋণের। সেই খাতটিও স্বচ্ছ হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, বেকারত্বের পার্শ্বরোগ হিসাবে মাদক, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, সামাজিক বিকৃতি, ধর্ষণ, খুন, আত্মহত্যা, চেলাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, পর্নোগ্রাফি ও মাস্তানিগিরির রমরমা অবস্থা তৈরি হয়, যাহা আমাদের সমাজের জন্য কখনো মঙ্গল বহিয়া আনে না। যদি উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তাহ হইলে যুব সমাজ যে দিনে দিনে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা রুখিতে সরকারকেই মনোযোগ দিতে হইবে।

এখন দেশে নির্বাচন চলিতেছে। নির্বাচনে কর্মসংস্থান লইয়া বিরোধীরা প্রশ্ন তুলিলেও ভোটারদের কতটা প্রভাব ফেলিতে পারিবে তাহা ৪ জুন ভোটের ফলাফল বাহির হইলে বোঝা যাইবে। তবে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান নজর দেওয়অ উচিত যুবক সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের প্রতি। তাহা না হইলে দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিবে।

• • • • • • • • • • • •

মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যে কি এবার লড়াই বাধতে চলেছে?

৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পাল্টায় ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করলে, মিসর অব্যাহতভাবে সতর্ক করে আসছে যে উপত্যকাটি থেকে যেন জোর করে সেখানকার বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুত করা না হয়। তাই মিসর সিনাই উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের পাঠানোর পরিকল্পনাকে জোরালোভাবে বিরোধিতা করে আসছে। মিসরের কিছু সরকারি কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁরা ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক হ্রাস করবেন এবং তেল আবিব থেকে তাঁদের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করবেন। যদিও ইসরায়েলিরা রাফায় হামলা শুরু করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যে লড়াই বাধার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। এ নিয়ে লিখেছেন **আবদেলাতিফ ইল-মোনায়ি।**

৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পাল্টায় ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করলে, মিসর অব্যাহতভাবে সতর্ক করে আসছে যে উপত্যকাটি থেকে যেন জোর করে সেখানকার বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুত করা না হয়। নির্দিষ্ট করে বললে মিসর সিনাই উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের পাঠানোর পরিকল্পনাকে জোরালোভাবে বিরোধিতা করে আসছে।

এই সংঘাত আট মাসে এসে পড়েছে এবং ইসরায়েলিরা রাফায় হামলা শুরু করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মিসরের সেই অবস্থান আরও জোরালো হয়েছে। কায়রো প্রবলভাবে তেল আবিবের রাফা অভিযানের প্রতিবাদ করেছে। তারা বলছে, রাফা অভিযানের মানে হচ্ছে ১৯৭৯ সালের শান্তি চুক্তিকে ঝুঁকির মুখে ফেলা। মিসরের কিছু সরকারি কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁরা ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক হ্রাস করবেন এবং তেল আবিব থেকে তাঁদের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করবেন। মিসরের সংবাদমাধ্যমগুলোও ইসরায়েলের সমালোচনার মাত্রা তীব্র করেছে। তারা বলছে, ৪৫ বছরের মধ্যে এমন মাত্রার বৈরিতা দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতি যে প্রশ্নটি সামনে আনছে, তা হলো, ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যে একটা সংঘাত বেধে যাওয়ার আশঙ্কা কতটা আছে?

অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সংঘাত বেধে যাওয়ার শঙ্কা এখন বেশি। বিশেষ করে ইসরায়েল যখন গাজা থেকে সরিয়ে ফিলিস্তিনিদের সিনাইয়ে স্থানান্তর করতে বদ্ধপরিকর। মিসরের বর্তমান শাসকেরা প্রবলভাবে ইসরায়েলের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে। তারা এটাকে মিসরের জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি বলে মনে করে। মিসরের শাসকেরা মনে করেন, নিজ জন্মভূমিতে ফিলিস্তিনিদের নিরাপদে থাকার অধিকার রয়েছে। গত সপ্তাহে ইসরায়েল সরকারের মুখপাত্র ডেভিড মেনস্যার বলেছেন, মিসরকে ইসরায়েল বলেছিল তারা যেন ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোকদের জন্য রাফা সীমান্ত খুলে দেয়। কিন্তু মিসর তাতে রাজি হয়নি।

মিসরের এ অবস্থান নতুন নয়। বলা যায়, ফিলিস্তিন সংকট যত পুরোনো, মিসরের এ অবস্থানও তত পুরোনো। ১৯৭০-এর দশকে মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকেও একই ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, নেভগে মরুভূমিতে একখণ্ড ভূমির বিনিময়ে মিসর যেন সিনাই উপত্যকার একাংশ ছেড়ে দেয়। সে সময় আনোয়ার সাদাত উত্তর দিয়েছিলেন, ইসরায়েলের ইলাত বন্দর যদি দেওয়া হয় কেবল তার বিনিময়েই তিনি সিনাই উপত্যকার একটি অংশ ছাড়তে রাজি। এই উত্তরে পিছু হটেছিল আমেরিকা ও ইসরায়েলের।

হোসনি মোবারকের আমলে যখন তাবা নিয়ে বিরোধ চাঙা হয়েছিল, তখন ইসরায়েল ও আন্তর্জাতিক অন্য পক্ষগুলো মিসরকে আবারও সিনাই উপত্যকা ছেড়ে দেওয়ার চাপ দিয়েছিল। কিন্তু পুরো চাপ ও প্রলোভন উপেক্ষা করেছিলেন হোসনি মোবারক। ২০১০ সালে ইসরায়েলের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জিওরা আইল্যান্ড নতুন ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি হিসেবে নতুন একটি জর্ডান রাজ্য গঠনের প্রস্তাব হাজির করেছিলেন। তার প্রস্তাবে পশ্চিম তীর ও পূর্ব ও মিসরের একটি অংশসহ বৃহত্তর গাজার কথা বলা হয়েছিল।

দীর্ঘদিন ধরে মিসর এটা খারিজ করে আসা সত্ত্বেও ইসরায়েল তাদের দিক থেকে ফিলিস্তিনিদের সিনাই উপত্যকায় পাঠানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেটা বড় ধরনের সংঘাতের পটভূমি তৈরি করছে।

আমেরিকান সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল এ মাসে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সীমান্ত শহর রাফায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কারণে মিসর ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছোট করার পরিকল্পনা করছে এবং তেল আবিব থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছে।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিসরের বিরুদ্ধে গাজা সীমান্তে অবরোধ তৈরির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ এ অবরোধের কারণে ত্রাণ কার্যকর ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ৭ অক্টোবর থেকে রাফা ক্রসিংয়ের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে। সে কারণেই গাজার বাসিন্দাদের কাছে ত্রাণ পাঠানো যাচ্ছে না। মিসরের অনেক রাজনৈতিক দল বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ইসরায়েলের বিবৃতি বিভ্রান্তিকর।

মিসরের দিক থেকে বারবার করে বলে আসা হচ্ছে রাফায় যেন কোনো ধরনের অভিযান পরিচালনা করা না হয়। কেননা জনাকীর্ণ শহরটিতে প্রায় ১৫ লাখ ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। এই লোকগুলোর জন্য আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয়।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা মামলায় সমর্থন দেওয়ার হুমকি দিয়েছে মিসর। মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলিদের হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি, বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তু করে পদ্ধতিগত হামলা, অবকাঠামো ধ্বংস এবং ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে পালাতে বাধ্য করার পরিকল্পনার মতো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলায় মিসর চাইলে প্রয়োজনীয় আইনগত ও কারিগরি সমর্থন দিতে পারে। মিসর পার্লামেন্টের হিউম্যান রাইটস কমিটি ঘোষণা দিয়েছে তাদের কাছে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, যা দিয়ে তারা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে চলমান মামলায় মিসর অংশ নিতে পারে।

লমান ঘটনাপ্রবাহ মিসরীয় ও ইসরায়েলিদের মধ্যে টানাপোড়েন আরও বাড়াতে পারে। তাতে শান্তি চুক্তিও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসেছে যে মিসর এখন তাদের পক্ষ থেকে শান্তি চুক্তির ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

মিসরীয়দের সঙ্গে ইসরায়েলিদের সম্পর্ক সব সময়ই কঠোরভাবে আনুষ্ঠানিক, এই সম্পর্ক কখনোই স্বাভাবিক পর্যায়ে আসতে পারেনি। দুই পক্ষই এটাকে শীতল-শান্তি বলে থাকে। গাজা যুদ্ধ শুরুর পর মিসর খুব সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়ে আসছে।

এতে করে বড় পরিসরের আঞ্চলিক সংঘাত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। মিসর মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করে আসছে।

কিন্তু রাফায় ইসরায়েলি অভিযান দুই দেশের শীতল শান্তিকে শীতল যুদ্ধের কিনারে নিয়ে এসেছে। এই শীতল যুদ্ধের শুরুটা আমরা কেবল দেখছি, এরপর কী হবে, তার জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

মেধাশূন্য প্রজন্ম ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নিয়ে ভাবনা চাই

শাকিরুল আলম

বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যুগে যুগে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সবার আগে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তরুণ সমাজ।

দেশ-জাতি-সমাজের রক্ষাকবচ হয়েছে। তারুণ্যের মাঝে যেন এক অবিনাশী শক্তি থাকে, যে শক্তিবলে তারা ন্যায়-অন্যায়ের বিভেদ কাটিয়ে উঠতে পারে, সত্য-মিথ্যার ফারাক বুঝতে পারে। এজন্যই মূলত বলা হয়, আজকের তরুণেরাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির পথপ্রদর্শক হবে। তাদের হাতেই নির্মিত হবে জাতির ভবিষ্যত্। সুতরাং এই তরুণদের যদি তারুণ্যের শক্তিতে উজ্জীবিত করা না যায়, তাহলে দেশ ও জাতিকে পড়তে হবে ঘোর অমঙ্গলের মুখে।

সুখী দেশ গড়ে তুলতে একদিকে যেমন প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করা, তেমনিভাবে জরুরি একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়া। কেননা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে, সামাজিক সক্ষমতা আমাদের সামাজিক ভিত্তিকে মজবুত করতে পারে; কিন্তু সেই ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবধারিতভাবে প্রয়োজন পড়বে একটি দক্ষ জনগোষ্ঠীর। আর এই দক্ষ জনগোষ্ঠী গঠনে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের কোনো বিকল্প নেই। মানসম্পন্ন প্রযুক্তি উত্পাদনে আমরা এখনো সেভাবে সক্ষম হয়ে উঠতে পারিনি। এমনকি এই প্রযুক্তি পরিচালনা করার মতো দক্ষ জনশক্তিও এখনো গড়ে ওঠেনি। আশার কথা হচ্ছে, আমাদের বৃহত্ একটি জনগোষ্ঠী আছে। এই জনগোষ্ঠীকে যদি একটি জনশক্তিতে রূপান্তর করা যায়, তাহলে জাতির এগিয়ে যাওয়ার পথ আরো ত্বরান্বিত হবে। এজন্য প্রথমেই দরকার একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে থাকবে জ্ঞানের বিকাশ ও চর্চার জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ। জ্ঞানকে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে এ ব্যাপারে বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পরিতাপের বিষয় হলো, আগামীতেদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি ও সাহসের ঘাটতিই বেশি পরিলক্ষিত হয় আজকের নতুন প্রজন্মের মধ্যে। এর একটি বড় কারণ, বইবিমুখ এই প্রজন্ম ঝুঁকে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে। সোশ্যাল মিডিয়াভর্তি মানহীন ও কুরুচিকর কনটেন্ট থেকে তারা যে মেসেজ পাচ্ছে, তা আসলেই ক্ষতিকর, মারাত্মক ও ভয়ংকর। ফলে শিশুকাল থেকেই তাদের মেধা বিকাশের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে এবং বোধোদয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাস্তবিক সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা তৈরি না হওয়ার কারণে দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধয়তার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ‘উদাসীনতা’ শিকড় গজিয়ে বসছে। অথচ এই বোধহীন ও উদাসীন তরুণেরাই আগামী দিনের শাসক, প্রশাসক, নিয়ন্ত্রক—ভাবা যায়!

> **সুখী দেশ গড়ে তুলতে একদিকে যেমন প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করা, তেমনিভাবে জরুরি একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়া।**

সুতরাং এই নতুন প্রজন্মকে যদি আমরা জাগ্রত করতে না পারি, তাদের বোধের জানালায় টোকা দিতে সক্ষম না হই, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনের সব সমৃদ্ধি ও অর্জন আগামী দিনে স্থবির হয়ে যাবে। এই প্রজন্মকে বইয়ের কাছে ফিরিয়ে আনা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে অনেক আগেই। বই মানুষকে খাদমুক্ত করার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বোপরি বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। বই আলোর দিশারি। আমাদের নতুন প্রজন্ম যখন এই আলোর সন্ধান খুঁজে পাবে, কেবল তখনই সুখী, সমৃদ্ধিশালী দেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

গাজায় মানবতার মৃত্যু আর কতদিন

জালাল উদ্দিন ওমর

জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে বিশ্বের সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। ধর্ম-বর্ণ এবং গোত্রীয়ভাবে কাউকে চিহ্নিত করে, তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু ফিলিস্তিনে শত বছর ধরে সেটিই চলছে। গাজায় এখন চলছে নির্বিচার গণহত্যা।

ইসরাইলি হামলায় গাজা এখন এক বিধ্বস্ত জনপদ। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে ইসরাইল নির্বিচারে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব হামলায় নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধসহ নিহত হয়েছে ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষ, আর আহত হয়েছে ৭৫ হাজার।

ইসরাইলি বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধুলায় মিশে গেছে হাজারো বাড়িঘর, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-গির্জা ও হাসপাতাল।

গাজার বেশির ভাগ মানুষই আজ উদ্বাস্তু। সেখানকার মানুষের আজ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা- কিছুই নেই। চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য এবং আয়ের কোনো পথ খোলা নেই। গাজার মানুষ আজ খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে এবং ত্রাণের খাবার খেয়েই দিন কাটাচ্ছে। অনেকে খাবার না পেয়ে মারা যাচ্ছে। এসব মানুষের কাছে ত্রাণের খাবার এবং চিকিৎসাসামগ্রীও ঠিকমতো পৌঁছানো যাচ্ছে না। গাজায় আজ নেমে এসেছে মানবতার চরম বিপর্যয়। ত্রাণের জন্য অপেক্ষারত ক্ষুধার্তদের ওপরও ইসরাইল হামলা চালিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। রোজা এবং ঈদের দিনও ইসরাইল হামলা চালিয়ে অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

ইসরাইল যেভাবে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা করছে, তা কোনো সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। কোনো বিবেকবান মানুষ এ অবস্থায় নীরব থাকতে পারে না। ইসরাইল কোনো ধরনের আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক বিধিবিধান ও যুদ্ধের নিয়ম মানছে না। ইসরাইল সেখানে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে এবং গণহত্যা চালাচ্ছে।

ইসরাইলকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। ফলে হয়ে উঠেছে বেপরোয়া। জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্তও মানছে না। নির্যাতন থেকে ফিলিস্তিনের নিরপরাধ জনগণকে বাঁচাতে পশ্চিমা বিশ্ব এগিয়ে আসেনি। ইসরাইল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালালেও, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বরাবরই ইসরাইলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ করলেও এর কোনো আবেদন এসব দেশের নেতাদের কাছে নেই।

ইসরাইলের অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘে উত্থাপিত প্রতিটি প্রস্তাব ভেটো প্রয়োগ করে নাকচ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফিলিস্তিন বর্তমানে জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক সদস্য। ফিলিস্তিন ২০১২ সালে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল। গত ১৮ এপ্রিল জাতিসঙ্ঘের পূর্ণ সদস্য পদ পেতে নিরাপত্তা পরিষদে ভোট হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট সেই প্রস্তাবেও ভেটো দিয়েছে। ফলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসঙ্ঘের পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের এসব ভূমিকায় ইসরাইল আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দেশটি ভালো করেই জানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব শেষ পর্যন্ত তার পাশেই থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্ব কথায় কথায় মানবতার কথা বললেও তাদের সেই মানবতা আজ গাজায় মারা গেছে। গাজায় আজ মানবতার মৃত্যু হয়েছে। একই সাথে পশ্চিমাদের সুনাম, আস্থা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাও মারা গেছে।

জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের কোনো কিছুই আজ গাজায় বিদ্যমান নেই। সেখানে নেমে এসেছে মানবতার চরম বিপর্যয়।

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্ব সবসময় বিশ্বব্যাপী মানুষের বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে। মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সবসময় উপদেশ ও নির্দেশ দেয়। তাদের শত্রু ও বিরোধী কোনো দেশে কিছু হলেই গণতন্ত্র গেল, মানবাধিকার গেল বলে চিৎকার শুরু করে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কথা বলতে থাকে। এমনকি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীন দেশে আক্রমণ করেছে, যুদ্ধ করেছে এবং সেখানে সরকারও পরিবর্তন করেছে। কিন্তু ইসরাইলের আগ্রাসন এবং দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব এবং জাতিসঙ্ঘ আজ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে কোনো গণভোটের আয়োজন করেনি; বরং ফিলিস্তিনে আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এরা ইসরাইলকে সার্বিক সহযোগিতা করে।

পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতির কারণে জাতিসঙ্ঘও আজ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্র নেতাদের প্রতিশ্রুতির কোনো আবেদন এখন আর মানুষের কাছে নেই। তাদের এসব কথাবার্তা এখন আর লোকজন বিশ্বাস করে না। কারণ তাদের এসব প্রতিশ্রুতি সর্বজনীন এবং বিশ্বজনীন নয়। পশ্চিমাদের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি আজ তাদের আগ্রাসন এবং আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে পশ্চিমারা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া ও সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে। এরা এসব দেশে লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছে, অনেক অবকাঠামো ধ্বংস করেছে। এখানে আগ্রাসনের শিকার হওয়া সব দেশই কিন্তু মুসলিম দেশ। এভাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে এরা এসব মুসলিম দেশকে ধ্বংস করেছে। একইভাবে তারা জাতিসঙ্ঘকে ব্যবহার করে গণভোটের আয়োজন করে ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুর এবং সুদান থেকে দক্ষিণ সুদানকে স্বাধীন করেছে। তারা মুসলিমপ্রধান ইন্দোনেশিয়া এবং সুদানকে দুর্বল করেছে এবং খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ ইসরাইলের আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন এবং মুক্ত করার কোনো কর্মসূচি পশ্চিমা দেশগুলোর নেই। ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইসরাইল ফিলিস্তিনি ভূমিকে দখল করে রেখেছে আর প্রতিনিয়তই ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে, আটক করছে, বাড়িঘর ধ্বংস করছে। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ ও কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ব্রিটেনসহ পশ্চিমা দেশগুলো কখনো গ্রহণ করেনি; বরং ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলে পশ্চিমা বিশ্ব সবসময় নিঃশর্তভাবে ইসরাইলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

কারণ এখানে ফিলিস্তিনিরা মুসলমান এবং ইসরাইল একটি ইহুদি রাষ্ট্র।

ফিলিস্তিন স্বাধীন হলে নতুন একটি মুসলিম দেশের অভ্যুদয় হবে এবং ইসরাইল দুর্বল হবে, যা পশ্চিমা বিশ্ব মানতে একেবারেই নারাজ। তাই ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হত্যাযজ্ঞেও পশ্চিমা বিশ্ব নীরব থাকে এবং ফিলিস্তিনে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে না। পশ্চিমাদের এই দ্বৈতনীতি কিন্তু পশ্চিমাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। কারণ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বর্বরতা এবং এই ইস্যুতে পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতিরও একটি প্রতিক্রিয়া আছে এবং থাকবেই। আর সে প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানরা অধিক হারে পাশ্চাত্যবিরোধী ও শক্তিশালী হবে। পশ্চিমাদের দ্বৈতনীতির কারণে বিশ্বজুড়ে পশ্চিমাদের ওপর মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে এবং আস্থাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই আস্থাহীনতা পশ্চিমাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করবে এবং তাদের প্রতিপক্ষ রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও ইরানকে শক্তিশালী করবে।

ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র অপরাজেয় কোনো শক্তি নয়। তাই ইসরাইলের উচিত তার আগ্রাসন, দখলদারিত্ব ও বর্বরতা চিরতরে বন্ধ করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করা। আর পশ্চিমাদের উচিত তাদের এই পক্ষপাতিত্ব ও দ্বিমুখী নীতি এখনই পরিহার করা এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়া না হলে বিশ্বব্যাপী ইসরাইলের প্রতি যে ঘৃণা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের প্রতি যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, তা তাদের জন্য একসময় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

প্রথম নজর

জিডি স্কলারশিপ প্রদান আল আলাম মিশনে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রবিবার রামনগর আল আলাম মিশনে প্রখ্যাত শিল্পপতি দানবীর তথা একুশ শতকের মিশনারী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন পরিচালিত পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজের সেবামূলক বৃত্তি জি ডি স্কলারশিপ বিতরণ করা হলো মুর্শিদাবাদ জেলার গরীব দুস্থ অসহায় ছাত্র ছাত্রীদেরকে । এমবিবিএস, নার্সিং, ল, বিএ, এমএ, পিএইচডি সহ বিভিন্ন পেশাদারি কোর্স এ পাঠরত মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের হাতে এই স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানীনগর থানার ওসি বিদ্যুৎ সরকার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর আধিকারিক সহিদুল ইসলাম খান, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ড. মুজিবর রহমান, শিক্ষাব্রতী আব্দুল বারী, আল আলাম মিশনের ডিরেক্টর মাহবুব মুর্শিদ, আবদার রহমান, ডা. ফরমান আলী, প্রধান শিক্ষক আকতার হোসেন প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। সহিদুল ইসলাম খান ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন তোমাদেরকে জীবনে বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। তোমাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাড়ার আরেকজন গরীব দুস্থর পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হবে। তবেই তো দেশ উন্নত হবে । পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মাহবুব মুর্শিদ বলেন আমরা প্রত্যাশা রাখি আমাদের এই মেধাবী ছেলে মেয়েরাই আগামীতে ডাক্তার, মাস্টার, উকিল, হাকিম, আমলা হয়ে গরীব অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রকম ভাবে তাদেরকে সাহায্য করবে। আমাদেরকে নারী শিক্ষায় আরো জোর দিতে হবে। যে কোন প্রতিযোগিতায় নারীরাও এখন প্রথম সারির তালিকায় এগিয়ে আসতে পারছে। তোমাদেরকেও ডাক্তার মাস্টার হওয়ার পাশাপাশি পায়লট হবার স্বপ্ন দেখতে হবে। ভয়কে দূরে সরিয়ে তোমাদের স্বপ্নটাকে রাখতে হবে পাহাড় সমান। সবশেষে আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেনের জন্য মহান মালিকের কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হয়।

ইট ভাটার ভিতরে ঢুকে শ্রমিকদের মারধর করার অভিযোগ বিজেপির প্রধান ও তার দলবলের বিরুদ্ধে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ইট ভাটার ভেতরে ঢুকে শ্রমিকদের মারধর এর অভিযোগ বিজেপির প্রধান ও তার দল বলের বিরুদ্ধে, ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরব ইটভাটার কয়েকশ শ্রমিক।নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গয়েশপুর পঞ্চায়েতের আয়েশা ইটভাটায় ভাটা শ্রমিকদের মারধর এবং ভাটার ভেতরে থাকা ট্রাক্টর এবং জেসিপি ভাঙচুরের অভিযোগ গয়েশপুর অঞ্চলের বিজেপি প্রধান শ্যামল ঘোষ এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্কিত ইট ভাটার শ্রমিকরা। অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার পঞ্চায়েত প্রধানের। ভাটা শ্রমিকদের অভিযোগ, গত দু'দিন আগে ওই পঞ্চায়েত এলাকায় মাটি কাটা কে কেন্দ্র করে শুরু হয় দুই পক্ষের বচসা, পরবর্তীতে গতকাল সকাল এবং রাতে দফায় দফায় ইটভাটায় এসে শ্রমিকদেরকে প্রাণে মারার হুমকি এবং ইটভাটা শ্রমিকদের ঘরে বোম মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুঁশিয়ারি তৎসহ তাদেরকে ধারালো অস্ত্র এবং বাঁশ দিয়ে তাড়া করে মারতে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে গয়েশপুর পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান এর বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে ইটভাটার মালিক আনোয়ার হোসেন মন্ডল তিনি শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন, যদিও পুলিশী আশ্বস্ততায় তিনি কোনরকম প্রতিবাদ করেননি। তবে রাতের অন্ধকারে শ্রমিকদের আবারও ভয় দেখানো এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। তারই কারণে আজ সকালে ভাটার শতাধিক শ্রমিকরা প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি, তারা শান্তিপূর্ণভাবে ভাটায় কাজ করেন। ভাটা থেকে যে টাকা রোজগার হয় তাতেই চলে সংসার। বাইরের রাজ্য থেকে এসে কাজ করতে এই ভাটায় উপস্থিত হয়েছেন তারা। তবে যেভাবে তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হচ্ছে বিজেপির তরফে, তাতে করে তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত। আজ সকালে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদ করেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করতে ভাটায় উপস্থিত হন ভাটা মালিক আনোয়ার হোসেন এবং তার পরিবার। যদিও শ্রমিকদের দাবি, যেভাবে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের ওপর অত্যাচার করছে তাতে করে তারা অত্যন্ত আতঙ্কিত। এই ঘটনায় ইটভাটার মালিক আনোয়ার হোসেন মন্ডল জানান,এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। বারবার তার ওপর এরকম মিথ্যে দোষারোপ করে তার ব্যবসা বন্ধের জন্য উদ্ধত হয়েছে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান এবং তার দলবল। তবে হামলার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে রেখে আনোয়ার হোসেন মন্ডলের দাবী,যে ঘটনা ঘটেছে তাতে করে ভাটার সমস্ত শ্রমিকরা আতঙ্কিত। আমার নিজের জায়গার মাটি সমান করার সময় বিজেপির প্রধান মদ্যপ অবস্থায় তার দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। একজন আহত হয়েছেন তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আরেকজনকে গলায় গামছা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টাও করে তারা। আর সেই ঘটনা থেকে সূত্রপাত হয় বচসার। পরবর্তীতে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান এবং তার দলবল চারিদিক থেকে ভাটার শ্রমিকদের কে ঘিরে ধরে তাদেরকে বাস লাঠি এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাড়া করে। শুধু তাই নয় বোম মেরে মেরে ফেলার হুশিয়ারি দেই। তবে এই ঘটনার পরে আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না ইটভাটা শ্রমিকদের। শ্রমিকদের পাশে থেকে তাদের অভিযোগ শুনে আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আনোয়ার হোসেন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির বিরুদ্ধে।প্রাক্তন সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন,যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন সেখানে অন্য চাষীদের জায়গা রয়েছে তাহলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খয়রাশোল থানায় নজরুল জয়ন্তী পালন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২৫ শে মে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও খয়রাশোল থানার ব্যবস্থাপনায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী" পালিত হয় স্থানীয় থানা চত্বরে।
বিদ্রোহী কবির প্রতিচ্ছবিতে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে নাচ,গান,কবিতা আবৃতি সহ বিদ্রোহী কবির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাসের উদ্যোগে থানা চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কচিকাঁচার দল সহ অনেকের অংশগ্রহণ করার প্রেক্ষিতে ওসির এরূপ মনমানসিকতার ভূয়োসী প্রশংসা করেন অংশগ্রহণকারীদের অভিভাবক সহ স্থানীয় মানুষজন।উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল বি ডি ও সৌমেন্দু গাঙ্গুলী,খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাস,নানুর ব্লকের কুলিয়া গ্রামের বহুরুপী সাজে সুবল দাস বৈরাগ্য, চারণকবি ও লোকশিল্পী নারায়ন কর্মকার, সমাজসেবী মাধব চন্দ্র লাহা,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবল চন্দ্র মন্ডল,অচিন্ত্য চৈতন্য ব্রহ্মচারী, মনোজ গাঙ্গুলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে স্থানীয় লোকজন সহ থানায় কর্মরত সকলের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

চিকিৎসকের হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ, টাকার ব্যাগ ফেরাল আরপিএফ

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আরপিএফ এর সৌজন্যে হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ,টাকার ব্যাগ সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেরত পেলেন কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের এক শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক ষ্টেশন ক্যানিংয়ে। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে দমদম এর বাসিন্দা চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপন সেন শনিবার গোবরডাঙা স্টেশন থেকে বনগাঁ লোকাল ট্রেনে চেপে বসেন।দমদম ষ্টেশনে নেমে যান।ট্রেন থেকে নামতেই সম্বিৎ ফেরে ওই চিকিৎসকের। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর ব্যাগ ট্রেনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে।ততক্ষনে ট্রেন ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে।ওই চিকিৎসক কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। পরে তিনি শিয়ালদহ স্টেশনে রেলপুলিশে যোগাযোগ করেন।শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং স্টেশনে খবর পাঠানো হয়। বনগাঁ লোকাল ক্যানিং স্টেশনে আসতেই এসআইপিএফ পঙ্কজ কুমারের নেতৃত্বে চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেন ক্যানিং আরপিএফ এর এএসআই এন কে পান্ডে, এএসআই এ কে রাম,কনষ্টেবল টি এস সরদার।তল্লাশির সময় ট্রেনের কামরার বাঙ্কার থেকে ওই চিকিৎসকের ব্যাগ উদ্ধার হয়। আরপিএফ এর তরফে চিকিৎসক কে জানানো হয়।খবর পেয়ে ক্যানিংয়ে হাজীর হন চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপন সেন।হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দাখিল করেন আরপিএফ অফিসে।তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে উদ্ধার হওয়া ল্যাপটপ,নগদ টাকা সহ মূল্যবান কাগজপত্র চিকিৎসকের হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্যানিং আরপিএফ এর তরফে। আরপিএফ এর উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ ও টাকার ব্যাগ ফেরত পেয়ে খুশি চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপন সেন।এনআরএস এর ওই চিকিৎসক আরপিএফ এর প্রশংসা করে জানিয়েছেন, 'ট্রেনের বাঙ্কার ল্যাপটপ ও টাকার ব্যাগ ভুল করে রেখে নেমে গিয়েছিলাম। ফেরত পাবো আশা ছিল না। আরপিএফ এর তৎপরতার ল্যাপটপ ও টাকা সহ সমস্ত জিনিসপত্র অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেয়েছি।ক্যানিং আরপিএফ কে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সাহিত্য চর্চা ও সংবর্ধনা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে● রাজারহাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রাজারহাট বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটির আয়োজনে ও বন্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য চর্চা ও সমাজকর্মী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের ঝালিগাছি চিত্রলেখা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনুষ্ঠান টি হয়।এদিনের অনুষ্ঠান সকাল ১১ টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বিকাল ৪ টায়। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন মাফুজা বিবি ও মিনারা খাতুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রফিকুল ইসলাম ও মহম্মদ মফিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রণজিৎ কুমার মন্ডল।

আপনজন: থ্যালসেমিয়া রোগীদের পাশে দাঁড়াতে ১২ টি সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করেন সমাজসেবী শিক্ষক কালিমুল্লাহ, ইব্রাহিম, উদ্যোক্তা রেজাউল, শাজাহান, রাজীব প্রমুখ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও আল মোমিন মিশনের উদ্যোগে ২৬ মে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ অডিটরামে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা । প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুরুতেই উপস্থিত সকলকে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পর্কে অবগত করান সঞ্চালক শেখ মফেজুল। প্রশিক্ষণ কর্মশালার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে আলোচনা করেন ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ । প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে আলোকপাত করেন শিক্ষক ও প্রশিক্ষক আবুল মাসুম। এরপর আনন্দদায়ক অংক ও ইংরেজি কি হবে ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রী করানো যাবে সেই নিয়ে জ্ঞান গম্ভীর তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক ও প্রশিক্ষক মাসুদ আলম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাঙ্গনে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা করেন প্রশিক্ষক ও শিক্ষক সৌমিত্র চক্রবর্তী।
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে পরিচালনা করা দরকার এবং এ ব্যাপারে সরকারি বিধি নিয়মই বা কি আছে সেইসব দিক তুলে ধরেন বেসরকারি স্কুলের কর্ণধার গুলজার হোসেন।
পরীক্ষার পর মূল্যায়ন পর্ব কেমন করে করতে হয় আর এই মূল্যায়ন করতে গেলে কোন কোন বিষয় গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সেসব তথ্য উপস্থাপন করেন একটি বিএড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মিজানুর রহমান । প্রশিক্ষণের অনুষঙ্গ ও পড়ুয়ার মন বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এদিনের প্রধান প্রশিক্ষক জাতীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আকমল হোসেন।
এদিন ২১ টি স্কুল থেকে এক শত-র বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মশালায় যোগদান করেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শনিবার প্রথম সরকারিভাবে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হল রাসবিহারী বসুর জন্মদিন। একইসঙ্গে এদিন পালিত হল নজরুল জন্মজয়ন্তী। ছিলেন প্রায় ১০০ জন শিল্পী। গান, আবৃতি পরিবেশিত হয়। প্রসঙ্গত, তিনি জানিয়েছেন, এদিন জেলার বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এদিন তাঁরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে তা পালন করলেও এব্যাপারে রাজ্য দপ্তরে তিনি লিখিতভাবে আবেদন জানাতে চলেছেন যাতে রাজ্য সরকার গোটা রাজ্য জুড়েই এদিনটিকে পালন করতে পারেন।

সমাজ সচেতনতামূলক সভা বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ বহরমপুর থানার বাগমারা পশ্চিমপাড়া জুম্মা মসজিদের নূরানী মক্তবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও শিক্ষা-সমাজ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত। মূলতঃ মক্তবের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাই ছিল পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে মক্তবের শিক্ষক তথা মসজিদের ইমাম হাফেজ জাকির সেখ, মসজিদ কমিটির সভাপতি হোসেন আলী, সেক্রেটারি আব্দুল সাদতকি সেখ সহ অন্যান্যরা ভালো সমাজ গঠনে আশু প্রয়োজন ভালো মানুষ তৈরি করার কথা বলেন। আর তার জন্য দরকার শিশুদের মূল্যবোধ সহ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। সভায় উপস্থিত ছিলেন হিরালাল ভকত কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সুজন মন্ডল। তিনি খুব প্রাঞ্জল ভাবে মায়েদের ভূমিকা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত তিনি গুজরাটের বোরহা কমিউনিটির 'কমিউনিটি কিচেনের' কথা তুলে ধরেন। সেখানে ওই কমিউনিটিতে রাত্রের খাবার যোগান দেওয়া হয় 'কমিউনিটি কিচেন থেকে' আর মায়েরা ব্যস্ত থাকে শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্বে। বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, দারিদ্রতা বা এই ধরনের কোন অজুহাত অজুহাত নয় বরং কঠোর পরিশ্রম করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। গোয়ালজান রিফিউজি হাইস্কুলের শিক্ষক মনসুর আহমদ বিশ্বাস শিক্ষার গুরুত্ব ও পিতামাতার দায়িত্ব নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন। উপস্থিত ছিলেন তরুণ সাংবাদিক মোক্তার হোসেন মন্ডল, তাবলীগ জামাতের মুবাল্লিগ মাওলানা জাহিদ সেখ, শাংকরপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল বাসির, আপনজন পত্রিকার সাংবাদিক আসিফ রনি, কেডিএমসি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরুল সেখ, মুফতি ইসরাফিল কাসেমী, জালাল সেখ, হাফেজ হাসিবুর রহমান প্রমুখ। সকল বক্তার বক্তব্যের সারমর্ম ছিল ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বাগমারা জুম্মা মসজিদের ইমামের মতো প্রতিটা মসজিদের ইমাম সাহেবরা শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতার কাজে এগিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। এদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাতিনগর হাইস্কুল শিক্ষক ইন্তাজুল সেখ।

ঈদুল আযহা নিয়ে আলোচনা মাদ্রাসায়

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুরের অন্যতম ইসলামী প্রতিষ্ঠান উপরডিহা মাদ্রাসা বাহারুল উলুমে ঈদুল আযহা বিষয়ে আলোচনা সভায় মাদ্রাসার সম্পাদক নিযুক্ত করা হল উপরডিহা গ্রামের ভূমিপুত্র কলেজ শিক্ষক সুজাউদ্দিন সেখকে। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের উপর ডিহা গ্রামের প্রায় দীর্ঘ ৭১ বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠান উপরডিহা মাদ্রাসা বাহারুল উলুম। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি আধুনিক সমাজকে লক্ষ্য রেখে জেনারেল শিক্ষাও দিয়ে চলেছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে হিফজ ও নিজামিয়া বিভাগের সমন্বয়ে এগিয়ে চলেছে এ প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসার সম্পাদক সালার কলেজের প্রফেসর মোহাম্মদ জিন্নাতুল্লাহ পেশাগত ব্যস্ততার কারণে সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেন কিছুদিন পূর্বে।

ভগবানগোলায় প্রথম চিত্রকলা প্রদর্শনী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভগবানগোলা থানা এলাকার মধ্যে প্রথমবার চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। লালগোলার একটি বেসরকারি চিত্রকলা প্রশিক্ষণ সংস্থার ভগবানগোলা শাখার উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভগবানগোলার শ্যামপুর গুড়িপাড়া বিদ্যালয়ে ব্লকের মধ্যে প্রথমবার এধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। শনিবার ও রবিবার দুদিনের এই প্রদর্শনী দেখতে ভিড় জমায় কচিকাঁচা থেকে শিল্প প্রেমী স্থানীয় মানুষজন। এই চিত্রকলা প্রদর্শনীতে প্রায় দেড়শো'র অধিক ছাত্র-ছাত্রীর নিজের হাতে আঁকা ছবি তুলে ধরা হয়। আয়োজনকারী চিত্র প্রশিক্ষণ সংস্থার কর্ণধার মিজানুর খান বলেন, 'চিত্রকলা প্রদর্শনী ভগবানগোলায় হয়ে ওঠেনি। আমরা শুরু করলাম।' প্রশিক্ষক মোঃ আজিজ হোসেন বলেন, 'প্রথমবার এই ধরনের কাজ বহু মানুষ দেখতে আসেন।'

বারাসতে ইউসুফ পাঠান

আপনজন ডেস্ক: প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে ভোট প্রচারে রোড-শো করলেন ইউসুফ পাঠান। কদম্বগাছি বাজার থেকে বামনগাছি রেল স্টেশন পর্যন্ত হুটখোলা গাড়িতে প্রচার সারেন তিনি। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল নেতা মফিজুল হক সাহাজী (মিন্টু সাহাজি), সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হালিমা বিবি, গিয়াস উদ্দিন মন্ডল (বাবলু), নুরুল হক, অমল দাস, নিজামুল কবির প্রমুখ।

ছবি ও তথ্য: এম মেহেদী সানি

রাবেতা বোর্ডে ভাল ফল উত্তর পাড়া মাদ্রাসার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: এ বছর ২০২৪ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ দ্বারা পরিচালিত, পশ্চিমবঙ্গ রাবেতা বোর্ডের বাৎসরিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তর পাড়া মাদ্রাসা দারুল ফালাহ জয়নগর এর ছাত্ররা নজর কাড়া সাফল্য পেল।
ফার্সী আওয়াল ক্লাসে সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে মনজুর আলম সরদার, সপ্তম আশরাফুল ইসলাম। নাহুমীর ক্লাসে সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান হয়েছে আসিকুল হাসান পুরকাইত । অষ্টম স্থান আতাউর রহমানের ।
"হেদায়তুন নাহু" ক্লাসে সারা রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মাহবুব সেখ।
হিফজ বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে হাবিবুর রহমান ।
উত্তর পাড়া মাদ্রাসা দারুল ফালাহের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ মুফতি আতিকুর রহমান সাহেব বলেন।আমাদের এই ছাত্ররা শুধু মাত্র আমাদের মাদ্রাসাকে নয় বরং পুরো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ উজ্জ্বল করছে।
বিগত ২৫- বছরের ইতিহাসে রাবেতা বোর্ডের পরীক্ষায় এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একক ভাবে কোনো মাদ্রাসার সব থেকে ভালো রেজাল্ট ।

শাসনে তৃণমূলের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: রবিবার প্রচন্ড ঝড় জলকে উপেক্ষা করে শাসনের কীর্তিপুর এক ও দু নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কৃষ্ণমাটি ও ভাতুড়িয়াতে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফারহাদ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান আলী, শাহাবুদ্দিন আলী, ইফতেখার উদ্দিন, সহিদুল ইসলাম, রমা মন্ডল, আসাদ আলী, আমিরুল, হাফিজুর রহমান, ডাঃ মসিউদ্দিন কাশেম আলী, মলয় ঘোষ, ইয়া নবী মোদি, করিম আলী, আব্দুর রউফ প্রমুখ।

কাজী নজরুল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম স্থান চুরুলিয়া এখনো অবহেলিত। চুরুলিয়া কে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার দাবিতে রানুছায় মুক্ত মঞ্চে সমাবেশ হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নজরুল জন্মোৎসব কমিটি আহ্বায়ক ও নলেজ সিটির রূপকার ড়ঃ আঃ রব। তিনি বলেন অবিলম্বে চুরুলিয়াকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সরকার এদিকে লক্ষ্য দিক। তাহলে আগামী দিনে ভালো পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ও গড়ে উঠবে। এছাড়া ও বক্তব্য রাখেন দেবব্রত দে, কেশব রঞ্জন, অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি,কবি কল্যাণ পাল।১৩ টি সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বহু কবি অনুগামী উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন জেসন হোল্ডার

আপনজন ডেস্ক: চোটে পড়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডারের। তাঁর বদলে বাঁহাতি পেসার ওবেদ ম্যাকয়কে দলে নেওয়া হয়েছে।
ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই) আজ জানিয়েছে, হোল্ডার ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে চোটটি পেয়েছেন। উস্টারশায়ারের হয়ে খেলছিলেন এ অলরাউন্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজেদের মাটিতে চলমান সিরিজের দলে অবশ্য ছিলেন হোল্ডার। তবে তাঁর চোট ঠিক কোথায়, তা উল্লেখ করা হয়নি সিডব্লুআইয়ের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।
২০২১ ও ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হোল্ডারের ছিটকে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক ডেসমন্ড হেইন্স বলেছেন, 'জেসন আমাদের দলের অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড়। তার অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনুভূত হবে মাঠে এবং মাঠের বাইরে। আমরা পুরো ফিট জেসনকে আমাদের মাঝে পেতে মুখিয়ে আছি।'
অবশ্য হোল্ডারের অনুপস্থিতিতে ম্যাকয়কে নিয়ে বেশ আশাবাদী হেইন্স, 'জেসনের সামর্থ্যের একজন খেলোয়াড়কে হারানো যদিও দুর্ভাগ্যজনক, আমরা ওবেদ ম্যাকয়ের সামর্থ্যের ব্যাপারে আশাবাদী। ওবেদ তার পারফরম্যান্সে অসাধারণ স্কিল ও সম্ভাবনার ছাপ রেখেছে। এ সুযোগটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাকে এসব দেখানোর আরও সুযোগ করে দেবে। আমাদের বিশ্বাস, এটি দলের মধ্যে বাড়তি একটা শক্তি আনবে।'
ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৩৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির সঙ্গে ২টি ওয়ানডে খেলেছেন ম্যাকয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেও খেলেছেন তিনি। প্রথম ম্যাচে ১৫ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পর সর্বশেষ ম্যাচে ২ ওভারে ৩২ রান দিয়ে থাকেন উইকেটশূন্য।
বিশ্বকাপে পাঁচজন খেলোয়াড়কে রিজার্ভ হিসেবে রাখার ঘোষণাও দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাঁরা হলেন কাইল মায়ার্স, ম্যাথু ফোর্ড, ফ্যাবিয়েন অ্যালেন, হেইডেন ওয়ালশ ও আন্দ্রে ফ্লেচার। রিজার্ভে থাকা খেলোয়াড়দের 'এ-ক্লাস' মেধা বলে উল্লেখ করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সীমিত ওভারের কোচ ড্যারেন স্যামি।
স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে গ্রুপ 'সি'-তে আছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি ও উগান্ডার সঙ্গে। ২ জুন প্রভিডেন্সে পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

রোভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), আলজারি জোসেফ (সহ-অধিনায়ক), জনসন চার্লস, রোস্টন চেজ, শিমরন হেটমায়ার, শাই হোপ, আকিল হোসেইন, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, ওবেদ ম্যাকয়, গুড়াকেশ মোতি, নিকোলাস পুরান, আন্দ্রে রাসেল, শেরফান রাদারফোর্ড ও রোমারিও শেফার্ড।
রিজার্ভ–কাইল মায়ার্স, ম্যাথু ফোর্ড, ফ্যাবিয়েন অ্যালেন, হেইডেন ওয়ালশ ও আন্দ্রে ফ্লেচার।

১০ বছর পর ফের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স

আপনজন ডেস্ক: ভিআইপি বক্সে দাঁড়ানো শাহরুখ খানকে টিভি ক্যামেরা যতবার খুঁজে নিচ্ছিল, ততবারই তিনি ছিলেন মুখে মাস্ক পরা অবস্থায়। তবে কলকাতা নাইট রাইডার্স যখন লক্ষ্য থেকে নিশ্বাস দূরত্বে, তখনই মাস্কটা খুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করলেন। 'বলিউড বাদশাহ'র মুখে লেগে থাকল চওড়া হাসি। দুই আইয়ার (অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার ও ব্যাটসম্যান ভেঙ্কটেশ আইয়ার) মিলে কলকাতাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতেই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন শাহরুখ।
আনন্দের আতিশয্যে ভাসতে দেখা গেল ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকপক্ষের বাকি সদস্যদেরও। বাজতে লাগল কলকাতার থিম সং–করব, লড়ব, জিতব রে....। যদিও আজ এই মুহূর্তে 'ক্রিয়ার কাল' ভবিষ্যৎ থেকে বদলে বর্তমানে আসা উচিত। মানে করেছি, লড়েছি, জিতেছি রে...। কলকাতা করে দেখাল, আইপিএলের শিরোপাও জিতে নিল। তবে ফাইনালে লড়াইটা করতে হলো না তাদের। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ যে ফাইনাল জমাতেই পারল না!
অথচ আইপিএলে ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড এই মৌসুমেই গড়েছিল সানরাইজার্স, যা স্বীকৃত ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগেও সর্বোচ্চ। মৌসুমজুড়ে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে একের পর এক রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতেছিল তারা। দলটির নামটাই হয়ে গিয়েছিল 'রানরাইজার্স'। সেই দলটিই কি না আজ আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে একপেশে ফাইনাল উপহার দিল!
চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে কলকাতার বিপক্ষে শিরোপার লড়াইয়ে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ১১৩ রানে গুটিয়ে গেল হায়দরাবাদ, যা এখন পর্যন্ত আইপিএলের ১৭ ফাইনালের মধ্যে সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ তো বটেই; ফাইনালে কোনো দলের প্রথমবার অলআউট হওয়ার ঘটনাও। ১১৪ রানের 'মামুলি' লক্ষ্যটা কলকাতা ছুঁয়ে ফেলল ৫৭ বল আর ৮ উইকেট হাতে রেখে, চ্যাম্পিয়ন হলো ১০ বছর পর।
বলিউড কিংবদন্তি শাহরুখ খানের দলের এটি তৃতীয় আইপিএল শিরোপা। এর আগের দুটি জিতেছিল ২০১২ ও ২০১৪ সালে। দলটির তিনটি শিরোপা জয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকলেন গৌতম গম্ভীর; আগের দুবার অধিনায়ক হিসেবে, এবার পরামর্শকের ভূমিকায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ১৮.৩ ওভারে ১১৩ অলআউট (কামিন্স ২৪, মার্করাম ২০, ক্লাসেন ১৬, রেড্ডি ১৩; রাসেল ৩/১৯, স্টার্ক ২/১৪, হর্ষিত ২/২৪, বরুণ ১/৯, নারাইন ১/১৬, অরোরা ১/২৪)
কলকাতা নাইট রাউডার্স: ১০.৩ ওভারে ১১৪/২ (ভেঙ্কটেশ ৫২*, গুরবাজ ৩৯, শ্রেয়াস ৬*, নারাইন ৬; কামিন্স ১/১৮, শাহবাজ ১/২২)
ফল: কলকাতা নাইট রাইডার্স ৮ উইকেট জয়ী।

মেসি-সুয়ারেজদের ছাড়াই কানাডায় মায়ামির জয়

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির খেলা দেখতেই কানাডার ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস ও ইন্টার মায়ামি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছিল দেদার। এমনকি দাম বাড়ানোর পরও কমেনি টিকিট বিক্রির গতি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচ দেখতে টিকিট কিনেছিল প্রায় ৫৪ হাজার দর্শক। কিন্তু ম্যাচের আগেই দর্শকদের মেসিকে দেখার সব আশায় পানি ঢেলে দেয় মায়ামি। লম্বা ভ্রমণের ধকল এড়াতে মেসিকে ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে ম্যাচে দেওয়া হয় বিশ্রাম।
মেসিই শুধু নন, এই সফরে নেওয়া হয়নি লুইস সুয়ারজে ও সের্হিও বুসকেতসকেও। মেসিসহ শীর্ষ তারকাদের কাছ থেকে না দেখার হতাশা থাকলেও বিসি প্যালেস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দর্শক উপস্থিতি মোটেই কম ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত খর্বশক্তি মায়ামির বিপক্ষে নিজ দলের জয় দেখে মাঠ ছাড়তে পারেনি স্বাগতিক দর্শকেরা। দলের তিন সেরা তারকাকে ছাড়াই ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি।
এ ম্যাচে মায়ামি জিতেছে ২-১ গোলের ব্যবধানে। মায়ামির হয়ে প্রথম গোলটি করেন রবার্ট টেলর। পরে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিওনার্দো কাম্পানা। পেনাল্টিতে রায়ান গাল্ড ভ্যাঙ্কুভারের হয়ে এক গোল শোধ করলেও তাতে ঠেকানো যায়নি মায়ামির জয়।
ম্যাচে অবশ্য আক্রমণ ও বল দখলে ভ্যাঙ্কুভারই এগিয়ে ছিল। ৫২ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৬টি শট নেয় তাঁরা, যদিও লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র ২টি শট। বিপরীতে মায়ামি ৯ শটের ছয়টিই লক্ষ্যে রাখে এবং সুযোগও কাজে লাগায়। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে জর্দি আলবার ডিফেন্স-ছেঁড়া পাস থেকে দারুণ এক ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে এগিয়ে দেন টেলর। ৫৪ মিনিটে মায়ামির দ্বিতীয় গোলটি ছিল দলীয় এক আক্রমণের ফসল। এবার টেলরের কাছ থেকে বল পেয়ে লক্ষ্যভেদ করেন কাম্পানা।
এ জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখল মায়ামি। ১৬ ম্যাচ শেষে ১০ জয়, ৪ ড্র এবং ২ হারে মায়ামির পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলে দুই নম্বরে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৩৩। মায়ামি নিজেদের পরের দুটি ম্যাচ খেলবে ঘরের মাঠে। ৩০ মে মায়ামির প্রতিপক্ষ আটলান্টা ইউনাইটেড। আর ২ জুন তারা আতিথ্য দেবে সেন্ট লুইসকে।

মরশুম শেষে 'ছুটি' নিলেন আলোনসো

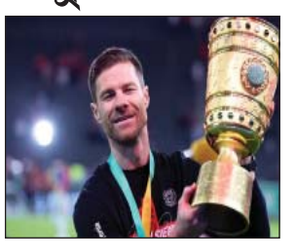

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য এক মৌসুম শেষ করেছে বায়ার লেভারকুসেন। মৌসুমের শুরুতে যাদের শিরোপা জেতা ছিল অকল্পনীয় এক ব্যাপার, তারাই মৌসুম শেষ করেছে ঘরোয়া ডাবল জিতে। বুন্দেসলিগা জিতেছে কোনো ম্যাচ না হেরে 'ইনভিন্সিবল' থেকে। এমনকি ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় এ মৌসুমে একটি ম্যাচও হারেনি জাবি আলোনসোর দল
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে একটি ম্যাচ হেরেছে লেভারকুসেন। চাঁদের কলঙ্কের মতো সেই হারটি এসেছে ইউরোপা লিগের ফাইনালে। যে ম্যাচটি জিততে পারলে 'সিজন ইনভিন্সিবল' থেকে ট্রেবল জিততে পারত লেভারকুসেন। সেটি শেষ পর্যন্ত না হলেও যা হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অমলিন থেকে যাবে। মৌসুমে ৫৩ ম্যাচের ৫২টিতে অপরাজিত থাকার মতো ঘটনা তো আর প্রতি মৌসুমে ঘটে না। মৌসুম শেষ বড়সড় উদ্‌যাপন তো দলটির প্রাপ্যই। গতকাল রাতে কাইজারস্লাটার্নকে ১-০ গোলে হারিয়ে জার্মান কাপের শিরোপা জেতার পর আলোনসো নিজেও বলেছেন সে কথা। বলেছেন, এখন সময়টা উদ্‌যাপনের।দুর্দান্ত মৌসুম শেষ করার পর এখন অপেক্ষা ছাদখোলা বাসে প্যারেডের। তবে উদ্‌যাপন যে রাজধানী বার্লিন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তা জানিয়ে আলোনসো বলেছেন, আমাদের এখন উপভোগ করতে হবে।

বার্নব্যুতে ক্রুসের অশ্রুসিক্ত বিদায়

আপনজন ডেস্ক: গত মঙ্গলবারই ঘোষণা দিয়েছেন টনি ক্রুস–মৌসুম শেষে ছাড়বেন রিয়াল মাদ্রিদ আর ইউরো শেষে ফুটবল। সেই ঘোষণার পর সবার চোখ ছিল গতকাল রাতে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে রিয়ালের ম্যাচের দিকে। এটিই ছিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের জার্সিতে ক্রুসের শেষ ম্যাচ। ঘরের মাঠে ক্রুসের বিদায়টা যে আবেগপ্রবণ ও স্মরণীয় হবে, তা জানাই ছিল। কাল রাতে হয়েছেও তাই।
গার্ড অব অনার, শূন্যে ছুড়ে অভিবাদন জানানো–ক্রুসের বিদায়বেলার সম্ভাব্য সব রীতিই যেন পালন করা হয়েছে। ১০ বছর ধরে যে মানুষটি রিয়ালের মাঝমাঠকে দক্ষ সেনার মতো আগলে রেখেছিলেন, এমন বিদায় তো তাঁর প্রাপ্যও। ম্যাচ শেষে একই কথা বলেছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও, 'বার্নাব্যু টনি ক্রুসকে সেভাবে বিদায় দিয়েছে, যা তার প্রাপ্য।' বার্নাব্যুর ম্যাচটিতে পুরো স্টেডিয়ামই যেন ছিল ক্রুসময়। তাঁকে গার্ড অব অনার দিয়েছেন দুই দলের খেলোয়াড়েরা। এ সময় রিয়ালের সব খেলোয়াড়দের গায়ে ছিল ক্রুস লেখা ৮ নম্বর জার্সি। গ্যালারিতে দুই দলের সমর্থকেরাও 'ক্রুস ক্রুস' ধ্বনি তুলে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায় 'স্নাইপার'খ্যাত এই মিডফিল্ডারকে। মাঠের দক্ষিণ পাশে লাগানো ছিল ক্রুসের ছবি আঁকা বিশাল এক ব্যানার।

কয়েক দিনের মধ্যেই এমবাপ্পে নিজের নতুন ক্লাবের নাম বলবেন

আপনজন ডেস্ক: পিএসজি ছাড়বেন, এই ঘোষণা অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু পিএসজি ছেড়ে কোথায় যাবেন, সেটা এখনো জানাননি। যদিও এটা মোটামুটি জানা রহস্য যে এমবাপ্পের পরবর্তী গন্তব্য রিয়াল মাদ্রিদ। স্পেনের ক্লাবটিও অবশ্য এখন পর্যন্ত এমবাপ্পে-বিষয়ক কোনো ঘোষণা দেয়নি।
তা এমবাপ্পে বা রিয়াল কোনো ঘোষণা দিক আর না দিক, পিএসজির হয়ে শেষ ম্যাচটা কাল খেলে ফেলেছেন ফরাসি তারকা। আর পিএসজিতে তাঁর শেষটা হয়েছে দারুণ। কাল অলিম্পিক লিওঁকে ২-১ হারিয়ে ফ্রেঞ্চ কাপের শিরোপা জিতেছে এমবাপ্পের দল। শিরোপা জিতে পিএসজি-অধ্যায় শেষ করতে পেরে গর্বিত এমবাপ্পে, 'একটি ট্রফি নিয়ে শেষ করতে পারার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। সত্যি এটা দারুণ অনুভূতি। আমি একটি ট্রফি জিতে ভালোভাবে আমার ক্লাবের সঙ্গে শেষ করতে চেয়েছিলাম।'

নিজের ভবিষ্যৎ গন্তব্য নিয়ে এখনো কিছু বলতে চাননি এমবাপ্পে, 'আমি মনে করি সবকিছুর একটা সময় আছে এবং আমি আমার ভবিষ্যতের ক্লাবের নাম যথাসময়েই বলব। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই এটা বলব, তাই কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করি না।'
কয়েক দিন বলতে এমবাপ্পে আসলে নির্দিষ্ট করে কবে বোঝাতে চেয়েছেন–এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ফ্রান্সের হয়ে ইউরো খেলার অপেক্ষায় থাকা ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'আমি এখনো জানি না, সেটা আসলে কবে। এখনো কিছু বিষয় ঠিক করা বাকি আছে।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে কোহলির খেলা না-ও হতে পারে

আপনজন ডেস্ক: আর মাত্র ৫ দিনের অপেক্ষা। ৫ দিন পর বাংলাদেশ সময় ২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কোনো কোনো দল বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলায় ব্যস্ত এখনো। কিছু দল এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট ভারত দলের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্র রওনা হয়ে গেছে। সেই অংশের সঙ্গে যাননি আইপিএলের এলিমিনেটর থেকে বাদ পড়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি।
ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবর, কোহলি দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে বাড়তি কয়েক দিন ছুটি নিয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ভারত ছাড়বেন ৩০ মে সকালে। যার মানে, বিশ্বকাপের আগে ভারতের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে না-ও খেলতে পারেন কোহলি।
নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হওয়ার কথা ১ জুন। ২০ দলের বিশ্বকাপে 'ডি' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ তাদের বিশ্বকাপ-অভিযান শুরু করবে ৮ জুন, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ভারতের বিশ্বকাপ-অভিযান শুরু হবে তার দুই দিন আগে ৬ জুন, প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। চেন্নাইয়ে আজ আইপিএলের ফাইনাল খেলবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও কলকাতা নাইট রাইডার্স। এ ম্যাচে কোনো দলেই নেই ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া কোনো খেলোয়াড়। আইপিএলের ফাইনালে না থাকলেও কোহলি বাড়তি একটু বিশ্রাম নিয়ে বিশ্বকাপে দেরিতে যাবেন।
অন্যদিকে কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার নেতৃত্বে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ভারত ছেড়েছেন সূর্যকুমার যাদব, যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা, শিবম দুবে, মোহাম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ, কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেল। ৭৪১ রান করে এখন পর্যন্ত এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক কোহলি যে বাড়তি ছুটি নিয়েছেন, সেই খবরটি দিয়েছে ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তারাই আবার জানিয়েছে, কোহলি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি মিস করতে পারেন। তবে বিসিসিআই অবশ্য কোহলির প্রস্তুতি ম্যাচ মিস করা নিয়ে কিছু জানায়নি।
বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে শুধু কোহলির ছুটি নেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন।
বিসিসিআইয়ের ওই কর্মকর্তার কথা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, 'দলের সঙ্গে একটু দেরিতে যোগ দেওয়ার কথা কোহলি আমাদের আগেই জানিয়েছিল। এ কারণে বিসিসিআই তার ভিসার সাক্ষাৎকার দেরিতে রেখেছে। সে ৩০ মে সকালে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা দেবে। বিসিসিআই তার অনুরোধ মেনে নিয়েছে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**